চমক ভরা
ধনতেরস
৩ থেকে ১৪ নভেম্বর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
সিস্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 4 November, 2020 ■ আগরতলা, ৪ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১৮ কার্ত্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভট্টপুকুরে এক ব্যক্তির মৃত্যু বিদ্যুৎস্পৃষ্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ভট্ট পুকুর এলাকায় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম অর্জুন কুমার সিং।জানা গেছে বাড়িঘরের বিদ্যুতের লাইন সারাই করতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় ওই ব্যক্তি।পরিবারের লোকজনদের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল তাকে শেষ রক্ষা করা যায়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ভট্টপুকুরের কালিতলা এলাকায় নিজ বাড়িতে বিদ্যুতের লাইন সারাই করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অর্জুন কুমার সিং নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

এদিকে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মঙ্গলবার মৃতদেহটি পরিবারের লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মৃতদেহটি তার নিজ বাড়ি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হলে এলাকাবাসী শোকগ্রস্ত পড়েন।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিযোগ উঠেছে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের অবস্থা অত্যন্ত করুন। যেকোন সময় ছিড়ে পড়তে পারে। তাছাড়া ট্রান্সফরমারগুলির অবস্থাও বিপজ্জনক। রাস্তার পাশে বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে থাকে। হেলদোল নেই নিগমের।

বিহারে দ্বিতীয় দফায় ভোট শান্তিতেই
১,৪৬৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য ইভিএম বন্দী

পাটনা, ৩ নভেম্বর (হি. স.)।। দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বিহার বিধানসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় দফার ভোটও মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় দফায়, মঙ্গলবার, সর্বশেষ খবর ৫৩.৫১ শতাংশ ভোট পড়েছে। মোট ২৪৩ আসন বিশিষ্ট বিহার বিধানসভায় এদিন ৯৪টি আসনে, অর্থাতএক-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে ভোটগ্রহণ হয়।

জাতীয় নির্বাচন কমিশন, ইসিআই সূত্রে খবর, দ্বিতীয় দফায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৫১.৬৮ শতাংশ ভোট পড়েছিল। এর মধ্যে সবথেকে বেশি ভোট পড়ে মুজফরপুরে। ভোটদানের হার ছিল ৫৪.৮৯ শতাংশ। এ ছাড়া খাগারিয়া ও শেওহরে যথাক্রমে ৫০.০৫ ও ৪৯.৫০ ভোট পড়েছে। পশ্চিম চম্পারণে ভোট পড়েছে ৪৭ শতাংশ। বেগুসরাইয়ে ভোটের হার ছিল ৪৭.৯৭ শতাংশ। গোপালগঞ্জে ৪৬.১৬ শতাংশ, বৈশালীতে ৪৫.৩৮ শতাংশ, সমস্তিপুরে ৪৫.৩৮ শতাংশ, ভাগলপুরে ৪৪.৯৮ শতাংশ, নালন্দায় ৪৫.৫৬ শতাংশ, পূর্ব চম্পারণে ৪২.৯৪ শতাংশ, সীতামারিতে ৪২.৮১ শতাংশ, মধুবনীতে ৪৩.২৫ শতংশ, দ্বারভাঙায় ৪২.৯৯ শতাংশ, সিওয়ানে ৪২.৪৯ শতাংশ, সারনে ৪১.৩৮ শতাংশ ও পটনায় ৩৯.৬৫ শতাংশ ভোট পড়েছে।

৩ নভেম্বর, মঙ্গলবার সকাল থেকে বিহারে শুরু হয় দ্বিতীয় দফার ভোট। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায়, মঙ্গলবার প্রায় ১, ৪৬৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করেন ২.৮৫ কোটিরও বেশি ভোটার। দ্বিতীয় দফায় ভাগ্যপরীক্ষা হয় লালু প্রসাদ যাদবের দুই পুত্র-রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর তেজস্বী যাদব এবং তেজপ্রতাপ যাদবের। এছাড়াও নীতীশ কুমার সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রীরও ভাগ্য পরীক্ষা হয় এদিনই। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দফায় বিহারের ১৭টি জেলার ৯৪টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হয়।

করোনা-পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে ভোট দেন সমস্ত ভোটাররা। এদিন দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া দ্বিতীয় দফার ভোটও মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হয়েছে। নৌতন বিধানসভা কেন্দ্রের বেতিয়া শহরে কোতরা এলাকায় ভোটাররা একটি ইভিএম ভেঙে ফেলেন। যে কারণে প্রায় দু-ঘন্টা একটি বুথে ভোটগ্রহণ বন্ধ ছিল। বেলা ২টোর পর সেখানে ফের ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ভোটকেন্দ্রের বাইরের কাউন্টারগুলিতে ভোটদানের স্লিপ বিতরণের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার মাথায় মহিলার সোনার চেইন ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ নভেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় থানার বকুলনগরে সোনার চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, অফিস টিলা এলাকার এক মহিলা রাস্তার মাথায় এলাকায় পৌঁছলে বাইক নিয়ে এসে এক যুবক তার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে পালিয়ে যায়।

মহিলার চিৎকারে লোকজনরা বেরিয়ে আসলেও ছিনতাহ-কারীকে আটক করা যায়নি। এই ব্যাপারে বিশালগড় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে ছিনতাইকারীকে আটক করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

৮ নভেম্বর ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ, নদীপথে করিমগঞ্জ থেকে বাংলাদেশে আমদানি-রফতানির সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৩ নভেম্বর (হি.স.)।। ভারত-বাংলাদেশ সম্প্রীতির আদান-প্রদানের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে অসম সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসী। আগামী ৮ নভেম্বর বাংলাদেশ থেকে সিমেন্ট বোঝাই ভেসেল এসে পৌঁছবে দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ স্টিমারঘাটে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সে ওই পণ্য গ্রহণ করবেন। পাশাপাশি, ভারত থেকে বাংলাদেশে পণ্য রফতানির সূচনা করবেন তিনি। নদীপথে পরীক্ষামূলকভাবে পাথর রফতানি করা হবে ওইদিন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসে এই প্রথম জলপথে বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি-রফতানি হচ্ছে একত্রে। ওই অনুষ্ঠানে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ছাড়াও ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন।

নদীপথে হলদিয়া থেকে করিমগঞ্জের স্টিমারঘাটে ইতিপূর্বেও পণ্য এসেছে। কিন্তু এবার প্রথম বাংলাদেশ থেকে পণ্য আসছে। জলপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূচনায় সমগ্র অসম, বিশেষ করে বরাক উপত্যকায় এখন উৎসবের মেজাজ। কারণ, শুধু আমদানিতে থেমে না থেকে ওই নদীপথেই রফতানিও শুরু হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ থেকে অসমের করিমগঞ্জ পর্যন্ত কুশিয়ারা নদীপথে পণ্য পরিবহণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ৮ নভেম্বর রবিবার বেলা সাড়ে দশটায় দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সে রিমোট টিপে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য গ্রহণ করবেন। ওইদিনই তিনি বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে নদীপথে পণ্য পাঠাবেন। করিমগঞ্জের স্টিমারঘাটে অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ কার্যালয়ে ওইদিন আয়োজিত হবে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশের প্রিমিয়ার কোম্পানির সিমেন্ট নদীপথে করিমগঞ্জে আসছে। কোম্পানির নারায়ণগঞ্জের কারখানা থেকে ২,৫০০ ব্যাগ মোট ১২৫ মেট্রিক টন সিমেন্ট নিয়ে ভেসেল ইতিমধ্যে রওয়ানা দিয়েছে। নারায়ণগঞ্জ থেকে করিমগঞ্জের নদীপথে দূরত্ব প্রায় ৪০০ কিলোমিটার। নদীপথে কিছুটা নাব্যতা সংকট রয়েছে। তাই নদীপথে ওই পণ্য নিয়ে আসতে সময় লাগছে প্রায় ৮ দিন। এদিকে, ওই ভেসেলের সাথে পরীক্ষামূলকভাবে পণ্য আমদানির জন্য বাংলাদেশ থেকে পাঁচটি খালি ভেসেলও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমে বাড়ছে চুরি, সন্দেহভাজন চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রম, ৩ নভেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমের চাতকছড়ি এলাকা থেকে বাইক চুরি হয়েছে। চুরি ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে সাব্রুম থানার পুলিশ। তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। তার কাছ থেকে বাইক চুরি সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে বলে মনে করছে পুলিশ। উল্লেখ্য, সাব্রুম থানা এলাকায় গত কিছু দিন ধরে ব্যাপক হারে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত, বেশী মূল্যে বিক্রির দায়ে পেঁয়াজ বিক্রেতাকে জরিমানা

আগরতলা, ৩ নভেম্বর (হি.স.) ।। মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে অভিযান জারি রেখেছে ত্রিপুরা প্রশাসন। উচ্চমূল্যে বিক্রির জন্য আজ আগরতলার বটতলা বাজারে এক পেঁয়াজ বিক্রেতাকে ৫,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার এ-বিষয়ে সদর ডিসিএম জানিয়েছেন, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বাজারগুলিতে অভিযান জারি রয়েছে। সাথে মাস্ক ব্যবহার নিয়েও নজরদারি চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, আজ বটতলা বাজারে পেঁয়াজের দামে পার্থক্য নজরে এসেছে। পেঁয়াজ ৬০ টাকা থেকে ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু সর্বোচ্চ ৭০ টাকা কেজি দরের বেশি দামে বিক্রি বেআইনি। তাই, একজন পেঁয়াজ বিক্রেতাকে ৫,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, উচ্চ দরে পেঁয়াজ বিক্রির জন্যই ওই বিক্রেতাকে জরিমানা করা হয়েছে। সাথে তাকে শোকজ নোটিশও দেওয়া হয়েছে। সঠিক জবাব পাওয়া না গেলে তার দোকান সিল করে দেওয়া হবে। তাঁর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলার রাধানগর পেট্রোল পাম্পে আগুন অল্পেতে রক্ষা

আগরতলা, ৩ নভেম্বর (হি.স.)।। পেট্রোল পাম্পে শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের লেলিহান শিখা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে গোটা রাধানগর এলাকা। দমকল কর্মীরা আসার আগেই পাম্পের কর্মীরা আগুন আয়ত্তে নিয়ে আসেন।

আজ মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলার রাধানগর পেট্রোল পাম্পের পাশে বিদ্যুতের তার থেকে শর্ট সার্কিটের ফলে আগুন লেগে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাম্পের কর্মীরা দৌড়ে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পাম্পের জনৈক কর্মী জানিয়েছেন, আগুন লাগার বিষয়ে দমকলে খবর দেওয়ার অনেকবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তাদের ফোনে পাওয়া যায়নি। এরই মাঝে পাম্পের সমস্ত কর্মী মিলে আগুন আয়ত্তে নিয়ে আসেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরে সড়ক সংস্কারের দাবীতে মোটর শ্রমিকদের অবরোধ, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৩ নভেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর দশদা সড়কটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায়। সড়কটি সংস্কারের জন্য স্থানীয় জনগণ এবং মোটর শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তর এ ব্যাপারে জরুরি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। তাতে এই রাস্তায় যাতায়েত করা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনই যান দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। যানবাহনও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে এবং দ্রুত দশদা কাঞ্চনপুর সড়কটি সংস্কারের দাবিতে মোটর শ্রমিকরা মঙ্গলবার ট্রাফিক পয়েন্টের কাছে পথ অবরোধ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন চলতে থাকে। তার ফলে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে দুর্ভোগে চরম আকার ধারণ করে। অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

তারা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। শীঘ্রই কাঞ্চনপুর দশদা সড়কটি মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসনের কর্মকর্তা আশ্বাস্ত করেছেন। প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তারা আপাতত পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। তবে জরুরি ভিত্তিতে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলন সামিল হবে মনে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

আগরতলা প্রেসক্লাব নির্বাচনে আরও একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। আগামী ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগরতলা প্রেসক্লাবের নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের কল্যাণে ও সংবাদমাধ্যমের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি উঠে আসছে।

মঙ্গলবার আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে ১৯ দফা প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করেছে সেভ আগরতলা প্রেসক্লাব মঞ্চ। সাংবাদিক সম্মেলনে এই মঞ্চ জানিয়েছে, এই প্যানেল যদি ভোটে জয়ী হয় তাহলে প্রকৃত সাংবাদিকদের সভ্যপদ থেকে বঞ্চিত করে ব্যক্তিস্বার্থের সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে প্রেস ক্লাবের ব্যবহারকে অবরুদ্ধ করা হবে। ন্যূনতম মূল্যে সাংবাদিকদের দ্বি-প্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা করা হবে। কর্মরত সাংবাদিক ও সাংবাদিকের পরিবারের চিকিৎসা সহায়তার জন্য পৃথক তহবিল প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে। বেসরকারি উদ্যোগপতিদের পাশাপাশি ক্লাবের বার্ষিক আয়ের একটি অংশও এই তহবিলে দান করা হবে। এছাড়াও প্রেস ক্লাবের রাজনৈতিকরন বন্ধ করা হবে। প্রেসক্লাবের পদমর্যাদা ব্যবহার করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলাসহ তিনজনের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার পৃথক স্থানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি/তেলিয়ামুড়া, ৩ নভেম্বর।। ফাঁসিতে আত্মহত্যা লেগে পৃথক পৃথক স্থানে মৃত্যু ২। প্রথম আত্মহত্যাকারী মহিলা মহেশপুরের বাসুকি তাঁতি (৪০) এবং অপর আত্মহত্যাকারী যুবক জুলাইবাসার দেবাশীষ নাথ(১৮)। ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের পর দুটি মৃতদেহ তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেয় কদমতলা থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন মহেশপুর গ্রামের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মৃত হরেন্দ্র তাতির স্ত্রী বাসুকি তাঁতি(৪০) তিন ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে দিন যাপন করে আসছিলেন। মায়ের সাথে সংসারের হাল ধরেছিল বাসুকি দেবীর বড় ছেলে। গতকাল বড় ছেলে সকালেই কাজে বেরিয়ে পড়ে। ছোট ছোট দুই ছেলে এবং এক মেয়ে মায়ের সাথে বাড়িতেই ছিল।দুই ছেলে ও এক মেয়ে বিকেলবেলা বাড়ির পাশে খেলতে যায়।

খেলা থেকে ফিরে এসে তারা দেখতে পায় তাদের মা বাসুকি তাঁতি রান্না ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।মায়ের দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে চিৎকার চেচামেচি করলে আশপাশের জনগণ ছুটে আসেন।ছুটে আসে বাসুকি তাতির বড় ছেলেও। খবর দেওয়া হল কদমতলা থানায়। কদমতলা থানার এ এস আই ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসেন।

অপরদিকে কদমতলা থানাধীন বরগোল গ্রাম পঞ্চায়েতের জুলাইবাসার বাসিন্দা দেবাশীষ নাথ(১৮) ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। নিখোঁজ হওয়ার ৪দিন পর এক দিনমজুরের মৃত দেহ উদ্ধার হয় একটি পরিত্যক্ত ডুবা থেকে, ঘটনা ধর্মনগর মহকুমার বাগাবাসা ফারির অন্তর্গত দক্ষিন গঙ্গানগর ৫নং ওয়ার্ডে।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ নবকান্ত কর্মকার(৩৫) পিতা দেবেন্দ্র কর্মকার বাড়ি দক্ষিন গঙ্গানগর ৪নং ওয়ার্ডে, গত শনিবার সকাল বেলা দক্ষিন গঙ্গানগরের ৫নং ওয়ার্ডে যায় জঙ্গল কাটার উদ্যেশ্যে, এবং একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যাংকের ঋণের সুদ ও কিস্তি স্থগিত রাখার দাবীতে পথে নামল ১০৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। চাকরিচ্যুত আমরা ১০৩২৩ শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার আগরতলা ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে গণ ধরনা অবস্থান সংঘটিত করা হয়।আন্দোলনের মূল দাবি হল স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকঋণর সুদ সমেত কিস্তি স্থগিত রাখতে হবে। গণ-অবস্থান স্থল থেকে সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালে তারা দাবি সনদ তুলে ধরেন।

আলোচনাকালে গ্রামীণ ব্যাংকের তরফ থেকে আশ্বস্ত করা হয় চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আপাতত কিস্তির টাকা মিটিয়ে দিতে হবে না।এ বিষয়ে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পেয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। উল্লেখ্য বিগত সাত মাস ধরে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা

জটিল সমস্যায় রয়েছেন। চাকুরীরত অবস্থায় অনেকেই ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। প্রতিমাসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২২ সালের মধ্যেই প্রতি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা রাজ্য সরকারের

আগরতলা, ৩ নভেম্বর (হি.স.)।। ২০২২ সালের মধ্যেই ত্রিপুরায় প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার। চলতি অর্থবর্ষে ওই লক্ষ্যমাত্রার ৫৩ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে দ্রুততার সাথে কাজ চলছে। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে জল জীবন মিশন প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনায় দৃঢ়তার সাথে এ-কথা জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের মন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে জল জীবন মিশন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রতিটি রাজ্যের পানীয়জল দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হল-এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন এবং রাজ্যে জল জীবন মিশন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন।

রাজ্যের পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার সহ অন্যান্য আধিকারিকগণও সে সময় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, জল জীবন মিশন প্রকল্পে রাজ্যে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ৪৭৩টি পরিবারে টেপের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫২ হাজার ৮৭৫টি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। বাকি পরিবারগুলিতে আগামী ৫ মাসের মধ্যেই পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দফতর কাজ করছে। এজন্য টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত সেপ্টেম্বর মাসে ১৫ হাজার পরিবার এবং অক্টোবর মাসে ১৭ হাজার পরিবারে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এ-বছরের নভেম্বর মাসে ৩০ হাজার পরিবারে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের পৃথক জায়গায় যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ১৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চড়িলাম/জলেফা, ৩ নভেম্বর।। রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রতিদিনই কোনো না কোন স্থানে দুর্ঘটনায় প্রাণহানী ঘটছে। মঙ্গলবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়ার গৌরাঙ্গ বাজারে পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তি নাম দেবাশিস নম। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিলোনীয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে সেখান থেকে তাকে জিবিতে স্থানান্তর করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দেবাশিস নম বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন। বিপরীত দিক থেকে একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয়। গাড়ি ধাক্কায় বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। এদিকে বিশালগড় থানার কমলাসাগরের সেকেরকোট বাজার সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা পারাপার হওয়ার সময় স্কুটির ধাক্কায় এক ব্যক্তি গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহতের নাম মন্টু পাল। স্থানীয় লোকজনরা আহতকে উদ্ধার করে হাঁপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যান। এদিকে স্কুটি চালক জ্যোতিষ পালও অল্প বিস্তর আহত হয়েছেন।

এদিকে, শ্রীনগর থানা এলাকার আনন্দনগরের ৮ নং পারা বাইকের থাকায় তিন বছরের এক শিশু গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত শিশুটির নাম সম্রাট দাস।দুর্ঘটনাগ্রস্ত শিশুটিকে উদ্ধার করে আনন্দ নগর প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ২৯ ◻ ৪ নভেম্বর ২০২০ ইং ◻ ১৮ কার্ত্তিক ◻ বুধবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

করোনা ভাইরাস

ভয়ঙ্কর করোনাভাইরাস গোটা বিশ্বকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবার উপক্রম। সাধারণ মানুষের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিবা র আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশ মুখিয়া রহিয়াছে করোনা ভাইরাসের টিকা আবিষ্কার এর জন্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ টিকা আবিষ্কারের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। টিকা আবিষ্কার এখন বিশ্ববাসীর মুখ্য বিষয়।ভারত-সহ বিশ্বের নানা দেশের শ'দেড়েক গবেষণাকেন্দ্রে করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কারের চেষ্টাটা চলিয়াছে। প্রতিষেধকের মূল্য নির্ধারণ ও বাজার-নিয়ন্ত্রণ নীতি নিয়েও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। প্রতিযোগিতা মানেই খেলা। তবে, পাশাপাশি আর একটা 'গেম' অপেক্ষা করিতেছে। কোন দেশ গবেষণায় সফল হইবে সেটা জানার পরেই খেলাটা শুরু হইবে।প্রথম ব্যবহার্য টিকা বের হইবা র পরেও যে দেশগুলি অকৃতকার্য থাকিবে, তাহারা কী করিবে? 'আমেরিকা ফার্স' বা 'মেক ইন ইন্ডিয়া' বলে যে দুই রাষ্ট্রনেতা গলা ফাটান, নিজের দেশের গবেষণাগারে টিকা আবিষ্কার না হইলে, কী পদক্ষেপ করিবেন তাঁহারা ট্রাম্প হয়তো নরমের যম হইয়া উঠিবেন। আমেরিকার টিকা আগে আসিলে অন্যদের দিতে না-ও চাইতে পারেন। কিন্তু, ভারতের মতো কেউ যদি জিতে যায়, তখন সেটা আমেরিকার সঙ্গে ভাগ না করিলে তিনি ঙ্খ ছারিয়া কথা বলিবেন না। উল্টো দিকে, ভারতের মতো দেশ 'আত্মনির্ভর' হইতে পারিলে ভাল। এই সব স্ট্র্যাটেজি সামলাইতে অবশ্য আছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্তারা। তবে, ট্রাম্পের বকুনিতে তাঁহাদেরও মাঝে মাঝেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় মনে হয়। অতএব, টিকা বেরোনোর পরে দেশগুলোর মধ্যে যে গেম চলিবে, তাহাতে আন্তর্জাতিক স্তরে মধ্যস্থতা করার কেউ থাকিবে বলে মনে হয় না।

এহেন গেম কী ভাবে কেউ খেলিবে, সেটা ঠিক করা সহজ নয়। দাবার চালের কথা ভাবুন। যে যত ভাল দাবাড়ু, সে তত আগাম প্ল্যান করে ও এটা করিলে আমি ওটা করিব ইত্যাদি। কিন্তু, রিপিটেড গেম যদি অনন্তকাল চলে, পরিভাষায় যাহাকে বলে 'ইনফাইনাইটলি রিপিটেড', তবে বিভিন্ন পরিস্থিতির আন্দাজে চালের অসীম লিস্ট বানানো অসম্ভব।

ইজরায়েলের তাত্ত্বিক আরিয়েল রুবিনস্টাইন আশির দশকে এই স্ট্র্যাটেজিগুলোর ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে, আমাদের আচরণ যান্ত্রিক, অটোমেশন মেনে চলে। এই যন্ত্ররা সহজ, তাদের নিয়মকানুনগুলোও সীমিত। নানা ধরনের যান্ত্রিক ব্যবহারের উদাহরণ আমাদের প্রাত্যহিকতায় ছড়িয়ে আমার ছোট্ট ছেলেকে বকলেই গোমড়া হইয়ে থাকে, তাহার পছন্দের খাবার দিলেই রাগ জল হয়। কেউ আমার সঙ্গে একবার দুর্ব্যবহার করিলে আমি আর কোনও দিন তাঁর মুখ দেখিব না, সবই অটোমেটেড স্ট্র্যাটেজি।

করোনার টিকা আবিষ্কারের মধ্যেই এই সহযোগিতার সুরটা লুকিয়ে। তাই, দেশনেতারা নিজেরাই একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করিবেন। টিকা বেরোলেই তো খেলা শেষ নয়। প্রথমে আবিষ্কৃত টিকাটির কার্যক্ষমতা বেশি দিন না-ও চলিতে পারে, হয়তো তিন মাস পরেই অন্য টিকা নিতে হইতে পারে। ক'দিন পরে প্রথম টিকার পার্শপ্রতিক্রিয়াও দেখা দিতে পারে, তখন অন্য টিকা লাগীতে পারে।সেই আশঙ্কাই এই গেমে 'শাস্তি'-র কাজ করিবে। অক্সফোর্ড বা ট্রাম্প যদি প্রথম টিকা আবিষ্কার করে ও ভারতের দিকে 'ভাগ করার' সহযোগিতার হাতটি না বাড়ান, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমরাও সহযোগিতা করিব না। এই 'ট্রিগার স্ট্র্যাটেজি'-র ভয়েই রাষ্ট্রনায়করা হাসিমুখে পরস্পর হাত মিলাইবেন। বিশ্বের যে দেশে টিকা সফলভাবে আবিষ্কার করিতে পারিবে সেই দেশের প্রতি বিশ্ববাসীর নজর আকৃষ্ট হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। যে দেশ টিকা আবিষ্কারে সফল হইবে সেই দেশের উচিত হইবে বিশ্ববাসীর মঙ্গলার্থে প্রতিটি দেশকে টিকা সরবরাহ করা। কেননা মানবসভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখে হইলে টিকা ব্যবহার অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য ছাড়া কিভাবে বাজি বন্ধের নির্দেশ দিতে পারে প্রশাসন? প্রশ্ন আতসবাজি উন্নয়ন সমিতির

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.): ইতিমধ্যেই কালীপূজায় বাজি ফাটানো যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে নবান্ন। এদিকে চলতি বছর করোনা আবহে কালীপুজোতে বাজি ফাটানোর নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য হাইকোর্টে মামলা হওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন ওয়েস্টবেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম। তবে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য ছাড়াই কীভাবে বাজি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে তা নিয়ে মঙ্গলবার প্রশ্ন তুলল সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতি। মঙ্গলবার কলকাতার প্রেসক্লাবে এই বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায় হর্কার্স ইউনিয়নের নেতা প্রসেন এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ প্রসূন পাঁজা।

এদিন সংগঠনের চেয়ারম্যান বাবলা রায় জানান, প্রত্যেক বছর পরিবেশ দূষণের জন্য এমনিতেই সারাবিশ্বে অনেক লোক মারা যান সেখানে বাজি পোড়ানোর জন্য মাত্র দেড় শতাংশ দূষণ পরিবেশে। এর ফলে তেমন কোনও ক্ষতি হয় না বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, রং মশালে আগের থেকে অনেক কম ধোঁয়া হয় এখন। এমনকি তুবরি জ্বালালেও আগের মত আর তা বাস্ট করে না।

এরপরে তার বক্তব্য, বাজি শিল্পের সঙ্গে অন্তত ৩০ লক্ষ মানুষের জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে। সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ হকার। তাই কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য ছাড়া এইভাবে বাজি বন্ধের নির্দেশ কিভাবে প্রশাসন দিতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

এদিকে হকার্স ইউনিয়নের নেতা প্রমথেশ সেন জানান, 'গণতান্ত্রিক দেশে এভাবে চক্রান্ত করে মানুষের রুটি-রুজি কেড়ে নেওয়া যায় না এর সঙ্গে লক্ষ্য লক্ষ্য হকারের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে'।

অন্যদিকে, ডাঃ প্রসূন পাঁজার কথায়, "বাজি পোড়ানো এবং বাজি পুড়তে দেখার প্রবণতা আলাদা। আতসবাজির কণায় কোভিড রোগীর ক্ষতি হতে পারে না। তার কোনও পরীক্ষিত তথ্য নেই"।

হাসপাতালে ভর্তি করা হল করোনা আক্রান্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষাকে

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : করোনা হানা অব্যাহত কলকাতা মেডিকেলে। করোনা আক্রান্ত খোদ কলকাতা মেডিকেলের অধ্যক্ষা। মঙ্গলবার ওই অধ্যক্ষার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এদিন বিকেল ভর্তি করা হলো তাকে হাসপাতালে।

ক্রমাগত করোনা হানা দিচ্ছে কলকাতা মেডিকেলে। গতকালই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন কলকাতা মেডিকেলের বেশ কয়েকজন চিকিৎসক সহ নার্স। আর এবার করোনা আক্রান্ত হলেন কলকাতা মেডিকেলের অধ্যক্ষা। প্রথমে ওই অধ্যক্ষাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হবে নাকি বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা করা হবে সেই নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও এদিন বিকেলেই করোনা আক্রান্ত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষাকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই ভর্তি করা হয়েছে। কলকাতা মেডিকেল সূত্রে খবর, সোমবার বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে ওই অধ্যক্ষার বৈঠক হয়।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে—আমরা, এই লজ্জা সব রাজনৈতিক দলেরই

ত্রিদিব রঞ্জন ভট্টাচার্য

প্রতি বছরের মতো এই অক্টোবরে প্রকাশিত হল বিশ্ব ক্ষুধা সূচক। এই সূচকে ভারতের অবস্থান অন্যান্য বারের মতো এবারও উজ্জ্বল নয়। ২০২০-এর এই সূচকে ১০৭টি দেশের মধ্যে আমরা রয়েছি ৯৪ নম্বরে। আমাদের পড়শি দেশ---চিন, ভুটান, নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ আর মায়ানমার। এবারের ক্ষুধা সূচকে ভুটানের নাম নেই। পরিসংখ্যানের অভাবে তাদের সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পড়শি দেশগুলির মধ্যে একমাত্র আফগানিস্তান ছাড়া সবার নাম এই সূচকে ভারতের আগে। প্রতিবেশী দেশগুলির এবারের ক্ষুধাসূচকে ক্রমানুসারে সবচেয়ে ভালো অবস্থান শ্রীলঙ্কার ৬৪ তারপরে নেপাল ৭৩, বাংলাদেশ ৭৫, মায়ানমার ৭৮, পাকিস্তান ৮৮। আর আফগানিস্তান আমাদের থেকে চার ধার পিছিয়ে ৯৯তে। আর এই সূচকে চিন রয়েছে সেই ১৭চি দেশের তালিকায় যাদের সূচকে প্রাপ্ত নম্বর ৫-এর কম। এই ১৭টি দেশকে আলাদা আলাদা করে সূচকে অবস্থান না জানিয়ে সবাইকে এক নম্বরে জায়গা দেওয়া হয়েছে।

এই ক্ষুধা সূচক প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা আর বিতর্ক সরকারি সাফল্য, ব্যর্থতা নিয়ে যা আমাদের দেশের রাজনৈতিক ব্যাধি, আর এতে চাপা পড়ে যায় মূল সমস্যা। নজর কাড়ে তর্ক-বিতর্ক। আমরা এ প্রসঙ্গে আসব অল্পকথায়---তার আগে দেখে নেব এই সূচক তৈরির মানদণ্ডী কী, কারা তৈরি করে এই সূচক ইত্যাদি বিষয়।

ক্ষুধা সূচক কি?

বিভিন্ন দেশ, অঞ্চলের ভিত্তিতে সারা বিশ্বের পটভূমিতে কতজন দুমোঠো খেতে পাচ্ছেন তা নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে যাচাই করে এই ক্ষুধা সূচক তৈরি করা হয়। তবে শুধু দু'মুঠো খাবার নয়, তার পুষ্টিগত মান, সুষম, ক্যালোরিপূর্ণ আহারের কোন পর্যায়ে পড়ে, শিশুর পুষ্টিসাধনে সেই খাবার কতটা ভালো ইত্যাদি বিচার্য বিষয়। কয়েকটি আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছর অক্টোবরে এই সূচক প্রকাশিত হয়। এই সূচক তৈরিতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন রাষ্ট্রসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও), ইউনিসেফ, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন-এর মতো সর্বজন স্বীকৃত সংস্থার পরিসংখ্যানের সাহায্য নেওয়া হয়। এই সূচক তৈরির মূল উদ্দেশ্য হল ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি। অপুষ্টি, ক্ষুধার অঞ্চল, দেশ ভিত্তিক তারতম্যের প্রতিকারের পথ নির্দেশিকা তৈরি করা।

মানদণ্ড- বিশ্ব ক্ষুধা সূচক পরিমাপ করা হয় ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে। স্কুল কলেজের পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাবার প্রতিযোগিতা। নম্বর বেশি মানে ভালো ছাত্র। কিন্তু এই সূচকে ঠিক উল্টো ব্যবস্থা, নম্বর বেশি মানেই সেই দেশ ডাঁহা ফেল, অর্থাৎ সেই দেশ তত পিছিয়ে। এই সূচকে শূন্য পাওয়া মানে সেই দেশ ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সম্পূর্ণ সফল। ক্ষুধা সূচকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ক্ষুধার মাত্রার ভিত্তিতে দেশগুলিকে এভাবে ভাগ করা হয়। প্রাপ্ত নম্বর ৯ এর কম হলে সেই দেশে ক্ষুধার জ্বালা কম বলে ধরা হয়। অন্যভাবে খাদ্যসামগ্রীর মান বয়স, লিঙ্গভেদ, শারীরিক গঠন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি তুলে ধরা যেতে পারে।

অপর্যাপ্ত ক্যালোরি, শিশু অপুষ্টি ও শিশু মৃত্যুহার এই তিন দৃষ্টিকোণ থেকে চারটি মানদণ্ড তৈরি করে তার ভিত্তিতে এই বিশ্ব ক্ষুধা সূচক (২০২০) তৈরি করা হয়েছে। এই চারটি মানদণ্ড হল-১. অপুষ্টি-পর্যাপ্ত ক্যালোরির অভাব ২. পাঁচ বছরের কম বয়সীদের কম ওজন-উচ্চচার তুলনায়-যার কারণ পুষ্টিজনিত খাবারের অভাব ৩. পাঁচ বছর বয়সী শিশুর উচ্চতার তুলনায় ওজন কম ৪. পাঁচ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার।

এই চার মানদণ্ডের ভিত্তিতে ২০০২, ২০০৬,২০১২,২০২০ বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে আমাদের প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ৩৮.৯, ৩৭.৫, ২৯.৩, ২৭.২ ।

এবার আমরা বিভিন্ন মানদণ্ডে এ বছরের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে আমাদের অবস্থানের দিকে নজর দিতে পারি। শিশু মৃত্যুর মানদণ্ডে আমাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এখন এই হার ৩.৭ শতাংশ। পাঁচ বছরের কম বয়সীদের উচ্চতার তুলনায় ওজন কম এই সমস্যার ২০০০ সালের তুলনায় আমাদের অবস্থান বেশ কিছুটা ভালো। ২০০০-এ এই হার ছিল ৫৪ শতাংশ, এ বছর ৩৫ শতাংশের কম। কিন্তু পাঁচ বছরের কম বয়সী ওজনের তুলনায় উচ্চতা কম এই সমস্যা গত এখ দশকে কোনও উন্নতি হয়নি, বরং অবনতি হয়েছে। আর শুধুমাত্র শিশু পুষ্টির বিষয় নয়, সারা দেশের ১৪ শতাংশ মানুষ অপুষ্টির শিকার। পাঁচ বছরের নীচে শিশুর সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে আমাদের দেসেই সবচেয়ে বেশি। ২০১৫-১৯-এ ধরনের শিশুর সংখ্যা ১৭.৩ শতাংশ, কিন্তু ২০১০-১৪ সময়কালে এই হার ছিল ১৫.১ শতাংশ।

কোভিড ২০১৯ - লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০৩০-এর মধ্যে বিশ্বকে ক্ষুধা মুক্ত করা। কিন্তু কোভিড ১৯ অতিমারি এই লক্ষ্য পৌঁছানোর ফলককে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সারা বিশ্বের প্রায় ৬৯ কোটি মানুষ এখন অপুষ্টিতে ভুগছেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন আগামী বছরের এই বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে বহু দেশের অবস্থানের আরও অবনতি হবে।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে আমাদের দেশের অবস্থান অবশ্যই লজ্জাজনক—এ নিয়ে ব্যতিক্রমী মতামত থাকার কথা নয়। এ বছর এই সূচক প্রকাশিত হবার পর মোদি সরকারের বিরোধীরা যেভাবে লজ্জা, লজ্জা বলে আসরে নেমেছেন, অভুক্ত দরিদ্রদের কথা বলে যেভাবে চোখের জল ফেলছেন তা দেখে মনে হচ্ছে এরকম লজ্জা এর আগে হয়নি। যখন থেকে এই ক্ষুধা সূচক প্রকাশিত হচ্ছে তখন থেকেই তো আমাদের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি পড়ে গেছে। ১৯৯২ সালে বিশ্ব ৭ুধা সূচক তৈরি হয়েছিল ৯৬টি দেশকে নিয়ে। আমাদের নাম তালিকায় ছিল ৭৬ নম্বরে, আর প্রাপ্ত নম্বর ছিল ১০২ (১১৮ট দেশ), ৩৬.০। ২০১৬তে ১১৮টি দেশের মধ্যে ৯৭, প্রাপ্ত নম্বর ছিল ২৮.৫।

এই পরিসংখ্যান কিন্তু মোদি সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তিকে যেমন সমর্থন করছে না ঠিক তেমনি কংগ্রেস সহ প্রায় সব বিরোধী দল (জোটসঙ্গী) হিসাবে যারা কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন) তাদের গেল, গেল বলে হল্লাকে সমর্থনও করছে না। এই লজ্জার দায় নিতে হবে সব রাজনৈতিক দলকেই সেই দলের রং লাল, হলুদ, সবুজ, নীল যাই হোক না কেন। প্রতি নির্বাচনের তারা যে প্রতিশ্রুতি দেন, যার অন্যতম হল দারিদ্র্য দূরীকরণ, ঘরে ঘরে খাবার জল পৌঁছে দেওয়া তার কতটুকু পালিত হল। তা নিয়ে কোনও ইস্তাহার এমন কোনও পরিসংখ্যান (অবশ্যই সঠিক) কখনও প্রকাশিত হয়েছে কি?

আর বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ক্ষুধা দূরীকরণে কি করণীয় সে সম্পর্কে বেশ কিছু সুপারিশ রয়েছে। এই সুরাপিশের অনেকগুলি ছোট ছোট কৃষক, খাদ্যসামগ্রীর বাজার সংহত করার বিষয়ক আমরা সেসব আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে এই সুপারিশের মধ্যে একটি সুপারিশ যা আমাদের দেশের কোনও রাজনৈতিক দলের ইস্তাহারে, দাবির মধ্যে একটি সুপারিশ যা আমাদের দেশের কোনও রাজনৈতিক দলের ইস্তাহারে, দাবির মধ্যে স্থান পাবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। খাদ্যসামগ্রীর দাম নির্ধারণে ওঝন বা পরিমাণ একমাত্র মাকপাঠি হবে না দাম ধার্য করা হবে পুষ্টির মূল্যের বিচারে। আর শুধু তাই নয়, সেই খাদ্যের দাম নির্ধারণে তা কতটা প্রকৃতি বান্ধব, কতটা রাসায়নিক মুক্ত ইত্যাদিও হবে রিচার্য বিষয়। ফসলের সহায়কি মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে বিভিন্ন স্তরের আলোচনায় পুষ্টিগুণের বিষয়টি এখনও কিন্তু আসে না। কারণ রাজনীতির রং-এ সব ঘোলাটে হয়ে যায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অসুস্থ বিহারকে সুস্থ করে তোলাই রাজনৈতিক দলগুলির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ

শুভঙ্কর দাস

বিধানসভা নির্বাচনের কারণে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী রাজ্য বিহার এখন সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম জুড়ে রয়েছে। পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্যকে নিজেদের দখলে রাখতে মরিয়া জেডিইউ-বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট। অন্যদিকে ক্ষমতায় আসতে উঠে পড়ে লেগেছে কংগ্রেস-আরজেডি এবং বামগুলিকে নিয়ে গঠিতও মহাজোট। কিন্তু নির্বাচন থেকেও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে বিহারের একাধিক চিরস্থায়ী সমস্যা। যার সমাধান বিগত ৩০ বছর ধরে করে উঠতে পারেনি কোনও সরকার।

বিহারে লালু জমানার পতনের পর নীতীশের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষ বিকাশ পুরুষকে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সেই নীতীশও বিহারকে সার্বিক উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে।জীবনধারণের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। এই দুই ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে সরকারি পরিষেবাগুলি। এমনকি বেসরকারি বিনিয়োগ না আসার ফলে কর্মসংস্থানের অভাব দেখা দিয়েছে রাজ্যজুড়ে। ফলে রাজ্যের তরুণ প্রজন্ম বাধ্য হয়েই ভিন রাজ্যে পাড়ি জমাচ্ছে রুটিরুজির সন্ধানে। ১০ নভেম্বর ভোট গণনার পর যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানে যে জটিল সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছে তার সমাধান করা।

প্রাচীন ভারতে যে ভূখণ্ড মগধ ছিল। যার রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল। তারই উত্তরসূরী হচ্ছে বিহার ও পাটনা। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন বিশ্বে সমীহের জায়গায় ছিল। সেই সময়কার বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে পড়ুয়ারা পড়তে আসত এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়তে। কিন্তু বিগত প্রায় তিরিশ বছর ধরে বিহার শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমাগত অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। ভারতের প্রথম ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিহারের একটি মাত্রও বিশ্ববিদ্যালয় নেই। দেশের প্রথম ৪০টি মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে বিহারের কোন মেডিক্যাল কলেজ নেই। এমনকি দেশের সেরা আইন শিক্ষার কলেজগুলির মধ্যেও বিহারের কোন স্থান নেই। কারিগরি শিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান হচ্ছে এনআইটি। দেশের মধ্যে এনআইটি সংখ্যা ১০০। এই তালিকায় ৯২ স্থানে রয়েছে বিহারের এনআইটি। বিহারের শিক্ষা ব্যবস্থা কতটা ভেঙে পড়েছে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। বেগুসারাই এর শ্রীকৃষ্ণ মহিলা মহাবিদ্যালয় পাঠরতা ১২ হাজার ছাত্রী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই মহাবিদ্যালয়ের (কলেজ) বিজ্ঞান বিভাগে কোন অধ্যাপক নেই। এই মহা বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে পড়ানো হয় রসায়ন, ভৌত বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র। মহাবিদ্যালয় বিজ্ঞানের পড়ুয়া থাকা সত্বেও অধ্যাপকের না থাকাটা যথেষ্ট চিন্তার। এই মহা বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা তাই বাধ্য হয়েই বেসরকারি কোচিং সেন্টারে পড়া চালিয়ে যান। ললিত নারায়ণ মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ এই মহাবিদ্যালয়ের ন্যাকের মঞ্জুরি রয়েছে। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিভাগে কোন অধ্যাপক না থাকাটা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বড়োসড়ো প্রশ্ন চিহ্ন রেখে যায়। এমনকি এই মহাবিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগে পর্যাপ্ত পরিমাণে অধ্যাপকের অভাব রয়েছে। প্রতি ৬৩১ পড়ুয়া পিছু একজন অধ্যাপক। শতাব্দীপ্রাচীন মুজাফফরপুরের লংগট সিং কলেজে ১৫টি বিভাগ রয়েছে। পড়ুয়ার সংখ্যা পাঁচ হাজার। এই কলেজের স্বীকৃত অধ্যাপকের ৯৩। কিন্তু রয়েছে মাত্র ৬৩ জন। কলেজের ভূগোল, মৈথিলী, ইলেকট্রনিক বিভাগে কোন অধ্যাপক নেই। অথচ এই কলেজের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মহাত্মা গান্ধী, রাজেন্দ্র প্রসাদের মতন ব্যক্তিত্বের স্মৃতি। অন্যান্য রাজ্যে স্নাতক হতে যেখানে মাত্র তিন বছর সময় লাগে। সেখানে বিহারে স্নাতক হতে লাগে চার থেকে পাঁচ বছর সময়। রুগ্ন শিক্ষা পরিকাঠামো এবং প্রশাসনিক গাফিলতি জেরে আজ বিহারের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা তলানিতে এসে ঠেকেছে। তাই লক্ষ, কোটি টাকা খরচ করে রাজ্যের বিত্তশালী পড়ুয়ারা ভিন রাজ্যে পাড়ি জমান উচ্চশিক্ষার আশায়। পিছিয়ে থাকে না মধ্যবিত্তরাও। কিন্তু দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বহু যোজন দূরে পিছিয়ে পড়ে। উচ্চশিক্ষার দশা বেহাল বলে ভাবার কোন কারণ নেই যে স্কুল শিক্ষার অবস্থা যথেষ্ট ভারত। ২০১৮ সালের অ্যানুয়াল স্টেটাস অফ এডুকেশন রিপোর্টে দেখা গিয়েছে রাজ্যের মাত্র ৪১ শতাংশ পড়ুয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর বই ঠিক ভাবে পড়তে পারে।

রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা যথেষ্ট উদ্বেগের। ২০১৭ সালে বিহার বিধানসভায় বিধায়ক গিরিধারী যাদবের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে জানিয়েছিলেন যে ৩৮টি জেলার মধ্যে ১৮টি জেলা হাসপাতালে কোন আইসিইউ নেই। ফলে সহজেই অনুমেয় মানুষ বাধ্য হয়েই বেসরকারি হাসপাতালের দিকে পা বাড়ান। ফলে তাদের জমি থেকে শুরু করে ঘটিবাটি পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হয় চিকিৎসার খরচ চালানোর জন্য। বিহার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রী নিজে জানিয়েছিলেন যে রাজ্যে ৬০ শতাংশ সরকারি চিকিৎসকের পদ খালি রয়েছে। ফলে এখানকার সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়েই চিকিৎসার জন্য নেপাল এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্য বিশেষ করে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা কেমন তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে গেলে বেগুসারাইয়ের মাংঝলের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এখানকার নির্মীয়মান হাসপাতাল ১৩ বছর ধরে রুগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সরকারি খাতায় হাসপাতালটি এখনো নির্মীয়মান। হাসপাতালে দরজা, জানালা নেই। ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে কিছুই নেই। কার্যত ভুতুড়ে বাড়ির মতন পড়ে রয়েছে। হাসপাতালটি নির্মাণের সময় বাজেট ধরা হয়েছিল ৫ কোটি টাকা। সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭ কোটি টাকা। হাসপাতালটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে এবং এটি সচল হলে উপকৃত হতো ১৫ লক্ষ মানুষ। বেগুসরাই জেলার সদর সরকারি কার্যালয় থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রাজ্যের রেফারেল হাসপাতালের অবস্থাও ভয়াবহ। এই হাসপাতালের মূল ভবন ভগ্নপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চিকিৎসক মাত্র একজন। সেই চিকিৎসকের কোয়ার্টারের মধ্যেই হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ চলছে। শুধু বেগুসারাই নয় সহরসা, সুপোল সদর সরকারি হাসপাতালে আইসিইউ নেই। সিটি স্ক্যান এবং ডাইলোসিস এর যন্ত্র বসানোর কাজ চলছে। ফলে মানুষ বাধ্য হয়ে লক্ষ টাকা খরচ করে বেসরকারি স্বাস্থ্যপরিসেবা গ্রহণ করছে। করোনা এসে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জরাজীর্ণ দশা আরো প্রকট করে দিয়েছে। তাই নভেম্বরের ১০ তারিখের পর যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তাদেরকে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা নিয়ে যথেষ্ট কাজ করতে হবে।

বিহারের অর্থনৈতিক অবস্থা দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে। জাতীয় বেকারত্বের হারের তুলনায় এগিয়ে বিহারের বেকারত্বের হার। পার ক্যাপিটা ইনকামে পিছিয়ে বিহার। রাজ্যের পাটনা বাদ দিয়ে প্রতিটা জেলায় ৩৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্রতার মধ্যে বাস করে থাকে। ২০১৯ সালের নীতি আয়োগ এর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ইনডেক্সে এক নম্বর স্থান অর্জন করেছিল গোটা দেশের মধ্যে কেরল। আর লাস্ট বয় হিসেবে থেকে গিয়েছিল বিহার। প্রতিবছর বন্যায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাজ্যের ৬৬ লক্ষ মানুষ। ১৯৯০ সাল থেকে শুরু হওয়া বিহারে জাতপাতের রাজনীতি রাজ্যকে অনেক অসুস্থ যে করে দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। নীতীশের জমানায় আইন-শৃংখলার কিছুটা উন্নতি হলেও। সার্বিক উন্নয়ন পিছিয়ে পূর্ব ভারতের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যটি। তাই জাতপাতের রাজনীতি সরিয়ে জনমুখী ও সর্বাঙ্গিক উন্নয়নই হোক রাজ্যের নতুন সরকারের মূল লক্ষ্য।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। ছবি- নিজস্ব।

ইন্তাজ-খুনের তদন্তভার দেওয়া হবে নিয়া-কে, প্রয়াতের বাবার হাতে মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তা ও পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়ে বলেছেন মন্ত্রী পরিমল

লায়লাপুর (কাছাড়, অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : মিজো দুর্বত্তদের হাতে খুন কাছাড় জেলার লায়লাপুর ফ্রেঞ্চনগরের বাসিন্দা ইন্তাজ আলির বাড়ি এসে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের প্রেরিত শোকবার্তা এবং এককালীন আর্থিক সাহায্যের পাঁচ লক্ষ টাকার চেক প্রয়াতের বাবার হাতে তুলে দিয়েছেন রাজ্যের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। তিনি নিহত ইন্তাজের বাবা সহ তাঁর পরিবারবর্গকে বলেন, মিজো দুষ্কৃতকারীর হাতে ইন্তাজ আলির মর্মান্তিক খুনের ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং এলাকার ক্ষুব্ধ জনগণকে সান্ত্বনা দিয়ে মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক বলেন, মিজোরামের লাগাতার আগ্রাসনের যাবতীয় কার্যসূচি সরকার পর্যবেক্ষণ করছে। মিজোরামকে তাদের স্বস্থানে ফিরে যেতেই হবে।

মন্ত্রী বলেন, মিজো দুর্বৃত্তদের আগ্রাসনে অসম সীমান্তে বসবাসকারীদের নির্যাতিত হতে হচ্ছে। সরকার সব সময় লায়লাপুর সীমান্তবাসীর পাশে আছে বলে জানান মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য। মিজোরামের দুষ্কর্মের উপযুক্ত জবাব দেবে অসম সরকার। লায়লাপুরের নিতান্তই গরিব অসহায় ইন্তাজ আলিকে অপহরণ করে মিজোরামে নিয়ে খুন করার ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতকারী প্রত্যেকেই কঠোর শাস্তি পাবে। রাজ্য এই হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্তের ভার ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ বা নিয়া)-র হাতে প্রদান করবে বলে জানান মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

তিনি আরও বলেন, অসম-মিজোরাম সীমান্তে মিজো দুর্বৃত্তদের লাগাতার বেআইনি কার্যকলাপ অর্থাৎ জমি জবরদখল, কাছাড়ের অসংখ্য বসতবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে ৯৯০ ধলাখাল এলপি স্কুল গুঁড়িয়ে দেওয়া, অপহরণ, মারপিট প্রভৃতি ঘটনায় চরম উদ্বেগ ব্যক্ত করছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। গতকালই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ঘটনাটি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

লায়লাপুর সীমান্তবর্তী জনগণের সুরক্ষার্থে স্থায়ীভাবে বর্ডার পুলিশ চৌকি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান শুক্লবৈদ্য। তিনি আরও জানান, মিজো দুষ্কৃতকারীর অপকর্ম সুস্পষ্ট করার জন্য ইন্তাজের মরদেহের আবারও ময়না তদন্ত করাতে শিলচর মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া শেষকৃত্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া ও অসহায় পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকার চিন্তা ভাবনা করছে বলে জানান মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য।

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্য ছত্রধরের স্ত্রী, কাজ শুরু করছেন বুধবার থেকে

ঝাড়গ্রাম, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্য করা হয়েছে ছত্রধর মাহাতোর স্ত্রী নিয়তি মাহাতোকে। রাজ্য সরকারের এই দায়িত্ব পাওয়ার পরেই তিনি কাজ শুরু করতে চান। শিশুরা যাতে বিদ্যালয়মুখী হয় তার জন্য কাজ করতে চান নিয়তী মাহাতো। সোমবার তিনি কলকাতার উল্টোডাঙার অফিসে গিয়ে দায়িত্ব বুঝে নেন। বুধবার থেকেই সাঁকারইল ব্লকের রোহিনী গ্রামে গিয়ে প্রথম কাজ শুরু করতে চলেছেন নিয়তী।

লালগড় আন্দোলন তথা জনসাধারনের কমিটির প্রাক্তন নেতা ছত্রধর মাহাতো এক সময় জঙ্গলমহলে মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন।দীর্ঘ প্রায় দশ বছর তিনি জেল বন্দী ছিলেন।বেশ কয়েক মাস আগেই তিনি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন।এর পরেই তিনি শাসক দলের হয়ে কর্মসুচিতে অংশগ্রহন করেছেন।বর্তমানে ছত্রধর মাহতো রাজ্য তৃণমূলের অন্যতম সম্পাদক। গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব পাওয়ার পরেই তিনি লাগতর দলীয় কর্মসুচি চালিয়ে গিয়েছেন।এবার তার স্ত্রী নিয়তী মাহাতোকে গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। রাজ্য সমাজ কল্যান পর্যদের সদস্য নিয়তী দেবীকে এবার আরও গুরুত্বপূর্ন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্য করা হয়েছে।তাকে ঝাড়গ্রাম জেলায় কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।বাল্যবিবাহ, শিশু নির্যাতন, গ্রামীন এলাকার ছেলে মেয়েদের লেখাপাড়া সহ এই সংক্রান্ত বিষয় গুলি দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।এদিন নিয়তী দেবী লালগড়ের আমলিয়া গ্রামের বাড়ি থেকে জানান তিনি বুধবার থেকেই জেলার সাঁকারাইল ব্লক থেকে নিজের কাজ শুরু করতে চান।আর এ ক্ষেত্রে তিনি আশা দিদি, আঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, বিভিন্ন ক্লাব গুলিকে সাথে নিয়ে এবং তাদের সাহায্য নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে চান। পৌছে যেতে চান গ্রামে গ্রামে। প্রত্যন্ত গ্রামের পরিবার গুলির মানুষের সাথে কথা বলে তাদের মেয়েদের, শিশুদের কি সমস্যা রয়েছে জানতে চান।

অভিভাবকদের বোঝাতে চান কম বয়সে বিয়ে না দিয়ে মেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া উচিত। রাজ্য সরকারে কন্যাশ্রী প্রকল্প, রূপশ্রী প্রকল্পগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরে তার সুফল বলতে চান। সামগ্রীক ভাবে শিশু এবং মেয়েদের উপর নিরন্তর কাজ করতে চান তিনি।

নিয়তী মাহাতো বলেন, "রাজ্য সরকার আমাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি দায়িত্ব দিয়েছে। আমি চাই সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে। আমাকে ঝাড়গ্রাম জেলায় কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে কাজ শুরু করতে চাই। সাঁকরাইল ব্লকের রোহিনী গ্রামে বুধবারই যাচ্ছি।আশা দিদি, ওঙ্গনওয়াড়ি কর্মী,ক্লাব গুলিকে সাথে নিয়ে কাজ করব।"

হাইলাকান্দির মিজোরাম সীমান্ত কচুরথলে কৃষক মুক্তির উত্তাল প্রতিবাদ

হাইলাকান্দি (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : কাছাড় এবং করিমগঞ্জ জেলার পর এবার কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে হাইলাকান্দি জেলার অসম-মিজোরাম সীমান্তের কচুরথল। মঙ্গলবার হাইলাকান্দি জেলার অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী কচুরথল অঞ্চলে মিজোরামের মূল প্রবেশপথে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি হাজারো সদস্যের উত্তাল প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

অসম-মিজোরাম সীমান্তের কচুরথল অঞ্চলে অসমের জমিতে মিজো আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি (কেএমএসএস)-র এই প্রতিবাদ। কেএমএসএস-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্করের নেতৃত্বে হাজার হাজার কর্মী এবং সানীয় মানুষ রাস্তায় নেমে মিজো আগ্রাসনের প্রতিবাদ জানান। প্রতিবাদ চলাকালে রামনাথপুর পুলিশ চৌকির এক বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে উপসিত হয়ে সেখান থেকে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর সহ হাজারের বেশি কর্মীকে আটক করে।

বর্তমানে অসম-মিজোরাম সীমান্তের কচুরথল এলাকার মিজোরামে যাতায়াতের সব রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছেন স্থানীয় মানুষ এবং কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সদস্যরা। এ ব্যাপারে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির দাবি, যতক্ষণ পর্যন্ত অসম-মিজোরাম সীমান্ত সমস্যার সায়ী সমধান হবে না, ততক্ষণ হাইলাকান্দি জেলার অসম-মিজোরাম সীমান্তের কচুরথল এলাকার জাতীয় সড়ক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে রাখা হবে।

লায়লাপুরে মুখ্যসচিব, ডিজিপি, সান্ত্বনা খুন ইন্তাজের পরিবারকে, মিজোরামকে কড়া বার্তা জিষ্ণু বরুয়ার

লায়লাপুর (কাছাড়, অসম),৩ নভেম্বর (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের নির্দেশে মঙ্গলবার বিকেল চারটা নাগাদ কাছাড় জেলার লায়লাপুরের ফ্রেঞ্চনগরে মিজো দুর্বত্তদের হাতে নিহত ইন্তাজ আলির বাড়িতে এসেছেন অসমের মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া, ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত সহ রাজ্য পুলিশের উচ্চ ও পদস্থ অফিসাররা। এসেছেন রাজ্যের মন্ত্রী এলাকার বিধায়ক পরিমল শুক্লবৈদ্য, সাংসদ রাজদীপ রায় প্রমুখ। তাঁরা নিহত ইন্তাজের বয়স্ক বাবা ও অসহায় পরিবারের খোঁজ নিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

রবিবার মিজো দুর্বৃত্তরা ইন্তাজ আলিকে লায়লাপুরের জঙ্গল থেকে অপহরণ করে বেধড়ক মারপিট করে রাতেই খুন করে। পরেরদিন কলাশিবের এসপি ইন্তাজের পুলিশ কাস্টডিতে মারা যাওয়ার খবর দেন। সঙ্গে সঙ্গে মিজোরামের অমানবিক বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা লায়লাপুর সীমান্ত এলাকা। মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া ইন্তাজের বয়স্ক বাবা ও পরিবারের লোকজনদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, অসম সরকার মিজোরামের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আন্তঃরাজ্য সীমান্তে অসমের তিন কিলোমিটার পর্যন্ত জমিতে অনধিকার মিজোরামের জবরদখল করার বিষয়ে রাজ্য সরকার লাগাতার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব তথা সংশ্লিষ্ট দফতরে যোগাযোগ করে চলেছে। আন্তঃরাজ্য সীমানা সমস্যার সমাধানে ইতিপূর্বে যুগ্মসচিব থেকে শুরু করে পদস্থ আমলারা সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করে গেছেন। অসমের এক ইঞ্চি জমিও জবরদখল করে নিতে পারবে না মিজোরাম।

মিজোরামকে পিছু হটতেই হবে বলে কড়া সুরে জানিয়েছেন মুখ্যসচিব বরুয়া। খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হবে বলে জানান মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া। তিনি অসমের সীমান্তবর্তী মানুষদের ধৈর্য সহকারে শান্তি রক্ষা করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত বলেন, অসম-মেঘালয় সীমান্ত সমস্যা সুরাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। শীঘ্রই অসমের মাটি ছেড়ে মিজো দুর্বৃত্তদের পালিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় সরকার কড়া পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে বলে কড়া বার্তা শোনান ডিজিপি মহন্ত।

এদিন মুখ্যসচিবের সঙ্গে ছিলেন শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায়, দক্ষিণ অসম রেঞ্জের ডিআইজি দিলীপ কুমার দে, জেলাশাসক কীর্তি জল্লি, পুলিশ সুপার বানোয়ারিলাল মিনা, ধলাই থানার ওসি ইনস্পেক্টর সাহাব উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ সহ পদস্থ আধিকারিকবৃন্দ। প্রত্যেকেই অসমের পক্ষে আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখতে স্থানীয় জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

সংকটমুক্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ, জানালেন গুয়াহাটি মেডিক্যালে নিয়োজিত চিকিৎসকের দল

গুয়াহাটি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : সংকটমুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তরুণ গগৈ। জানিয়েছে তাঁর চিকিৎসায় নিয়োজিত পাঁচ সদস্যের চিকিৎসক দল। রবিবার (১ অক্টোবর) রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে রাত ১১টায় গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁকে 'নন ইনভ্যাসিব ভেন্টিলেশন'-এ রাখা হয়েছিল। কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এবং অ্যামনিয়া বেশি হওয়ায় স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর।

মঙ্গলবার চিকিৎসকের দল জানিয়েছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ এখন কিছুটা ভালো। চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন তিনি। স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি ঘটায় তাঁকে 'নন ইনভ্যাসিব ভেন্টিলেশন' থেকে বের করা হয়েছে। তবে চিকিৎসক দলের উদ্ধৃতি দিয়ে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. অভিজিৎ শর্মা জানান, তাঁকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা অবজারভেশনে রাখা হবে। আজ সকালে তিনি তাঁর ছেলে গৌরব গগৈ (সাংসদ)-এর সঙ্গে কথা বলেছেন, জানান ডা. অভিজিৎ শর্মা।

উল্লেখ্য, গত ২৬ আগস্ট রাতে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বছর ৮৬-এর তরুণ গগৈয়ের শরীরে। ওইদিন রাতেই তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালের আইসিইউতে ভরতি করা হয়। তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঁচ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের একটি টিম গঠন করে দিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকলে দিল্লির এইমস থেকে বিশেষজ্ঞ এনে তাঁর স্বাস্থ্যের পরীক্ষা করানো হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে কোভিড-১৯ টেস্টে তাঁর রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। কিন্তু কার্ডিওর পাশাপাশি অন্য রোগের উপসর্গ থাকায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের তাঁর চিকিৎসার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল।

এর পর দু মাসের মাথায় গত ২৫ অক্টোবর বিকেল চারটায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস নেতা তরুণ গগৈকে।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে সোজা তাঁকে দিশপুরে তাঁর সরকারি আবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তিনজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিয়মিত অবজার্ভেশনে ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

ওদালগুড়ির রৌতায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত তিন যুবক

ওদালগুড়ি (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের ওদালগুড়ি জেলার রৌতা এলাকায় ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই একজন প্রাণ হারিয়েছেন। বাকি দুজনের মধ্যে একজনের গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতাল (জিএমসিএইচ)-এ এবং আরেকজন তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। নিহতদের যথাক্রমে ডেভিড দৈমারি (২৯), প্রাণজিৎ লহকর (২২) এবং মুনীন্দ্র দৈমারি (২২) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, সোমবার মধ্যরাত সাড়ে ১২টা নাগাদ রৌতার ভালুকমারি অঞ্চলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনাস্থলেই ডেভিড দৈমারির মৃত্যু হয়েছে। ডেভিডের অপর দুই সঙ্গী যথাক্রমে প্রাণজিৎ লহকর এবং মুনীন্দ্র দৈমারির জিএমসিএইচ এবং তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় লোকজনদের কাছ থেকে জানা গেছে, ওই তিন যুবক একটি পালসার বাইকে চেপে রৌতা থেকে ওরাং আসার পথে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে, একটি ট্রাককে অতিক্রম করতে গিয়েই নাকি এস ০১ ইসি ০৮১১ নম্বরের একটি নাইট সুপার বাইকটিকে ধাক্কা মারে। পুলিশ নাইট সুপারটিকে আটক করেছে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

মণিপুরে উপ-নির্বাচন, প্রচারে নেডা-র আহ্বায়ক অসমের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : চলিত মাসের সাত তারিখ মণিপুর বিধানসভার পাঁচটি আসনে উপ-নির্বাচন। উপ-নির্বাচনের প্রচারাভিযানে নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা অসমের অর্থ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও পূর্ত মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ গিয়েছেন মণিপুরে। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ মঙ্গলবার লকালে তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'অসমের ক্যাবিনেট মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে ইমফলে স্বাগতম। আজ হিমন্তদা এবং আমি মণিপুরের চারটি কনস্টিটিউশনের উপনির্বাচনের জন্য প্রচার চালাব।'

উল্লেখ্য, আগামী ৭ নভেম্বর মণিপুরের পাঁচটি বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচন অনুতি হবে। এই আসনগুলি যতাক্রমে ইমফল পশ্চিম জেলার ওয়াংগৈ, কাংপকপি জেলার সাইতু, চূড়াচাঁদপুর জেলার সিংঘাট, থউবাল জেলার লাইলং এবং ওয়াংজিং-তেন্থা। পূর্ব সূচি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিংহ এবং অসমের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ চারটি বিধানসভা ক্ষেত্রে নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন।

করিমগঞ্জের পিননগরে জাতীয় সড়কের পাশে জনৈক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : অজ্ঞাতঅপরিচয় জনৈক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে করিমগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠ সুপ্রাকান্দি এলাকায়।

করিমগঞ্জ সদর থানার অন্তর্গত সুপ্রাকান্দি অঞ্চলের পিননগর এলাকায় জাতীয় সড়ক সংলগ্ন শ্মশানের মূল গেটের পাশে মঙ্গলবার সকালে জনৈক মহিলার পরিত্যক্ত মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় জনগণ। স্পর্শকাতর বিষয়টি লোকমুখে চাউর হতেই আশপাশের মানুষ ঘটনাস্থলে জড়ো হতে থাকেন। স্থানীয় জনগণ অবশ্য মৃত মহিলাকে শনাক্ত করতে পারেননি। পরে করিমগঞ্জ পুলিশে খবর দিলে সদর থানার ওসি ভোলারাম তেরন পুলিশ বাহিনী সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্তের পর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

উদ্ধারকৃত অজ্ঞাতপরিচয় মৃত মহিলার বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ হবে বলে পুলিশের ধারণা। তবে এই মহিলা খুব সম্ভবত মানসিক

ছয়ের পাতায়

মানকাচরের অপহৃত যুবকের অর্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধার মেঘালয়ে, গ্রেফতার সাত

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার মানকাচর থানা এলাকার অসম-মেঘালয় সীমান্তবর্তী মহিষঘুমা গ্রাম থেকে অপহৃত যুবকের অর্ধগলিত মৃতদেহ মঙ্গলবার ভোরে উদ্ধার হয়েছে। পার্শ্ববর্তী মেঘালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম গারোপাহাড় জেলার জিকজাকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি অপহরণের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে সাত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের আমিনুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, বাহারুল ইসলাম, গোলাম রব্বানী, নমেজ গারো, আহমেদ হুসেন এবং সমরশ ওরফে সম্রাট এম মারাক বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

দক্ষিণ শালমারার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজেন্দ্র ওজাগত জানান, গত ২০ অক্টোবর মানকাচরের কালাপানি পুলিশ ফাঁড়ির অধীনস্থ মহিষঘুমা গ্রামের জনৈক রফিকুল ইসলামের ছেলে ইমদাদ হুসেনকে ১১ জনের এক দুর্বৃত্তের দল অপহরণ করেছিল। জানা গেছে, যুবক ইমদাদকে তার কয়েকজন সঙ্গী তার ঘর থেকে ডেকে নিয়ে অপহরণ করেছিল। এর পর ইমদাদের পরিবারের তরফ থেকে ২১ অক্টোবর কালাপানি পুলিশ ফাঁড়িতে অপহরণ সংক্রান্ত এক এজাহার দাখিল করা হয়। এজাহারের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে অপহৃত ইমদাদের সন্ধানে তালাশি অভিযান চালায় পুলিশ।

পুলিশ সুপার জানান, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত রবিবার (১ নভেম্বর) চার অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গতকাল রাতের দিকে পুলিশ আরও দুজনকে পাকড়াও করে। ম্যারাথন জেরায় ধৃতরা পুলিশকে জানায়, অপহরণ করে মেঘালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম গারোপাহাড় জেলার জিকজাকে ইমদাদকে নিয়ে গত ২৬ তারিখ খুন করেছে তারা। তাদের স্বীকারোক্তির পর মানকাচর জেলা পুলিশের এক দল মেঘালয় পুলিশের সহযোগিতায় আজ মঙ্গলবার ভোরে জিকজাকে যায়। সেখানে অন্য আরেক গারো অপহরণকারী সমরেশ ওরফে সম্রাট এম মারাককে আটক করে পুলিশ। গারো অপহরণকারীটির বয়ান অনুযায়ী জিকজাকের ডোমাপাড়া কমিউনিটি রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে অপহৃত যুবক ইমদাদ হুসেনের অর্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

মঙ্গলবার হাফলঙে নতুন ১৯ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৫ জন আক্রান্ত

হাফলং (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় দ্রুত হারে বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। সোমবার ২৬ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। এঁদের সকলেই জেলা সদর শহর হাফলঙের বাসিন্দা ছিলেন। আজ মঙ্গলবার হাফলঙে ফের নতুন করে ১৯ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। সোমবারের ২৬ এবং আজ নতুন করে কেবল হাফলঙে আরও ১৯ জন আক্রান্ত হওয়ায় এ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় হাফলং শহরে ৪৫ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. দিপালী বর্মন উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় ধীরে ধীরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমে আসছিল। কিন্তু পূজার পর পুনরায় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। তিনি জানান, সরকারের পক্ষ থেকে আগেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে পূজার পর এবং শীতের মরশুমে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই টেস্টের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। ড় দিপালী বর্মন বলেন, শীতের সময় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তবে গত দুদিনে হাফলঙে যে ৪৫ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই পুলিশ ও ব্যাটালিয়নের জওয়ান।

তাই সংক্রমণ যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য সর্দি কাশি বা জ্বর হলে নিকটবর্তী স্ক্রিনিং সেন্টারে গিয়ে করোনা টেস্ট করানোর আহ্বান জানিয়েছেন ডা. দিপালী বর্মন। ডিমা হাসাও জেলায় করোনা টেস্টের জন্য সাতটি সেন্টার খোলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডা. বর্মন। তিনি জানান, বর্তমানে হাফলং সরকারি হাসপাতালে ৭৫ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে। এছাড়া করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যে ডিমা হাসাও জেলায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে, জানান তিনি।

বিহারের সামর্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে জঙ্গলরাজ : প্রধানমন্ত্রী

সহর্ষা (বিহার), ৩ নভেম্বর (হি.স.): বিহারের সামর্থের সঙ্গে সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে জঙ্গলরাজ। সবসময় যাঁরা গরিবদের নাম নিতে থাকে, তাঁরা গরিবদেরই নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। মঙ্গলবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে, সহর্ষার জনসভা থেকে এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, "এক-একটি ভোটের শক্তি বিহারের উজ্জ্বল ভবিষৎ নিশ্চিত করবে। প্রত্যেকটি ভোট যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনই শক্তিশালী।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিহারের সামর্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে জঙ্গলরাজ, বিহারের প্রতিটি জনগণ তা ভালো করেই জানেন। সর্বদা যাঁরা গরিবদের নাম নিতে থাকে, তাঁরা গরিবদেরই নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আগে নিজেদের ইচ্ছে মতো সরকার তৈরি করার অধিকারই ছিল না বিহারের গরিবদের।"

প্রধানমন্ত্রী এদিন "ভোকাল ফর লোকাল" অভিযানের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, স্থানীয় কারিগরদের জীবন বদলে দেবে ভোকাল ফর লোকাল অভিযান। আমাদের স্থানীয় পণ্য ধীরে ধীরে বিশ্বে মার্কেটের অংশ হয়ে উঠবে। মুদ্রা যোজনা প্রসঙ্গে মোদী বলেন, মুদ্রা যোজনার আওতায় বিনা গ্যারান্টিতেই বিহারে প্রায় আড়াই কোটি ঋণ বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, একদল মানুষ আছে, যাঁরা "ভারত মাতা কি জয়" অথবা "জয় শ্রীরাম" বলতে চায় না। সবাই এখন এক হয়ে বিহারের জনগণের কাছ থেকে ভোট চাইছেন। ওই ধরনের মানুষকে যোগ্য জবাব দেওয়া উচিত।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতা বিজয় রাজ

মুম্বাই, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার হলেন জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতা বিজয় রাজ। মঙ্গলবার তাঁকে গ্রেফতার করেছে গোন্দিয়া পুলিশ।

জানা গেছে, মঙ্গলবার ৫৭ বছর বয়সী এই অভিনেতাকে মহারাষ্ট্রের গোন্দিয়ার এক হোটেল থেকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছে মধ্যপ্রদেশে 'শেরনি' নামের একটি ছবির শ্যুটিং চলাকালীন এক মহিলা কুশলীবের শ্লীলতাহানি করেছেন তিনি, এমন অভিযোগ রয়েছে অভিনেতার বিরুদ্ধে। ছবির পাশাপাশি বর্তমানে একাধিক ওয়েব সিরিজে দেখা মিলেছে তাঁর। শেষ তাঁকে দেখা গিয়েছে কুণাল খেমুর 'লুটকেস' ছবিতে। এছাড়াও অমিতাভ বচ্চন-আয়ুষ্মান খুরানার গুলাবো-সিতাবো ছবিতেও অভিনয় করেছেন বিজয় রাজ।

অসম, মেঘালয় ও মিজোরামে ফের মৃদু ভূমিকম্প

গুয়াহাটি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : ফের ভূমিকম্প উত্তরপূর্বে। এবার কেঁপে উঠেছে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি, মেঘালয় ও মিজোরাম। গতকাল রাত ১-টা ১৩ মিনিটে ৪.৪ ম্যাগনিটিউডের এক ভূমিকম্পে গুয়াহাটি ও তার উপকণ্ঠ কেঁপে উঠেছে। অন্যদিকে গতকাল সোমবার রাত ১০টা ৩৯ মিনিটে মিজোরামের লুংলেই জেলায় ৩.৬ ম্যাগনিটিউডের ভূমিকম্প হয়েছে। তবে কোথাও কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর সূত্রে জানা গেছে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি-র রিপোর্ট বলছে অসম ও মেঘালয়ে সংঘটিত ভূমিকম্পের অভিকেন্দ্র ছিল নংস্টয়েন (মেঘালয়ের পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলা) থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরে ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে ২৫.৬৯ অক্ষাংশ এবং ৯১.১৫ দ্রাঘিমাংশে। নংস্টয়েন

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

‘মির্জাপুর টু’-এর চরিত্রগুলোর মুখোমুখি

সিরিজের অলিখিত নিয়ম হলো প্রথম সিজন তুমুল হিট করলে পরের সিজনে যত যা কিছুই করা হোক না কেন, ম্লান মনে হয়। দর্শকদের প্রত্যাশার পারদ থাকে অনেক উঁচুতে। তাই পরের সিজন দিয়ে দর্শকদের মন জোগানো কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই সিরিজ যদি হয় গ্যাংস্টার ড্রামা, তাহলে তো কথাই নেই। চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন। ‘মির্জাপুর’ প্রথম সিরিজেই প্রত্যাশার চেয়ে বেশি দিয়ে মাত করেছে। বিশেষ করে প্রথম সিরিজের নবম অ্যাপিসোড দেখার পর দর্শক হাঁ করে অপেক্ষা করেছে পরের সিজনের জন্য। দুই বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার প্রহর পেরিয়ে আবারও দর্শক টান টান উত্তেজনাকে সঙ্গী করে দেখে ফেলেছে ‘মির্জাপুর টু’। ‘মির্জাপুর’ মানেই নিজের অজান্তেই দম আটকে রেখে সিরিজটার মার মার কাট কাট উত্তেজনার অংশ হওয়া। আমাজন প্রাইময়ে সাড়া জাগিয়ে মুক্তি পেল ‘মির্জাপুর টু’। ‘মির্জাপুর’-এর সেই সাফল্যের ধারা কিঞ্চিৎ ম্লান হয়ে অব্যাহত নতুন সিজনেও। এই সফল সিরিজের মূল পাঁচ চরিত্রকে নিয়ে এই প্রতিবেদন। এক ভাচ্যুয়াল আড্ডায় ‘মির্জাপুর টু’-এর পাঁচ চরিত্রের মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রথম আলোর মুম্বাই প্রতিনিধি। এ আড্ডায় উঠে এল ‘মির্জাপুর’ নিয়ে নানা কথা। এটি তার দ্বিতীয় অংশ। অভিনয়শিল্পীদের বক্তব্য তাঁদের বয়ানে হুবহু তুলে ধরা হলো।

বিজয় ভর্মা (শত্রুঘ্ন-ভরত ত্যাগী)

‘গালি বয়’ ছবি মুক্তির পর আমি প্রচুর মানুষের ভালোবাসা পেয়েছিলাম। এই ছবিকে বলা যায় আমার ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। এই ছবির পর আমাকে আর অডিশন দিতে হয় না। এই সিনেমার পর ‘মির্জাপুর টু’-এর জন্যও আমি প্রচুর মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি। অভিনেতা হিসেবে মানুষের ভালোবাসার চেয়ে আর বড় প্রাপ্তি হয় না। এটাই আমার জীবনের সেরা উপহার। আমি ‘মির্জাপুর’ পরিবারের নতুন সদস্য। সমগ্র পরিবার আমাকে খোলা মনে স্বাগত জানিয়েছে। ‘মির্জাপুর টু’-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি সত্যি ধন্য।

বিজয় ভর্মা ইনস্টাগ্রাম

সবচেয়ে বড় কথা, এই সিরিজে আমি নিজেকে দুই রূপে মেলে ধরতে পেরেছি। কারণ ‘মির্জাপুর টু’-তে আমার দ্বৈত চরিত্র। দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করে নিজেকে অভিনেতা হিসেবে প্রমাণ করা যেকোনো অভিনেতার স্বপ্ন। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকেই আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হলো। আমি চেষ্টা করেছি দুই ব্যক্তিত্বকে আলাদা করে তুলে ধরতে। ‘মির্জাপুর’ আমি দর্শক হিসেবে খুবই উপভোগ করেছিলাম। দিব্যেন্দুকে আমরা কমেডি ঘরানায় দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু ‘মির্জাপুর’-এ এক অন্য রূপে দেখি। আর রসিকাকেও এক নতুন রূপে আবিষ্কার করলাম। ‘কালিন ভাইয়া’ রূপে পঙ্কজজি তো আমাদের স্কুল, অভিনয় শেখার স্কুল।

শ্বেতা ত্রিপাঠি (গোলু গুপ্তা)

‘মির্জাপুর টু’ আমার কাছে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। এই সিজনটা অভিনয়শিল্পী হিসেবে সবটা আমার থেকে নিংড়ে নিয়েছে। ‘মির্জাপুর টু’-এর শুটিংয়ের পর আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেক ক্লান্ত ছিলাম।

‘মির্জাপুর টু’ আমার মন্দ মেয়ে হয়ে ওঠার গল্প। এর আগের সিজনে দিব্যি সাদাসিধা ভালো মেয়ে ছিলাম আমি। তাই এই সফরটা আমার জন্য অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল। আর ‘মির্জাপুর টু’-তে নতুন রূপে আমি দর্শককে রীতিমতো চমক দিয়েছি। একজন অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে নতুন নতুন রূপে মেলে ধরাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর সেটা যদি হয় এক সিরিজেই, তাহলে তো আরও চ্যালেঞ্জিং। কেননা, ভাঙা, গড়া, নতুন করে জন্ম নেওয়াটা যৌক্তিকভাবে শরীরী ভাষায় প্রমাণ করতে হয়।

শ্বেতা ত্রিপাঠি

‘মির্জাপুর টু’র জন্য আমাকে অনেক নতুন কিছু করতে হয়েছে। সবার আগে চুল কেটে ফেলতে হয়েছে, পোশাকে অনেক বদল আনতে হয়েছে। এই প্রথম কোনো চরিত্রের জন্য আমাকে জিমে ছুটতে হয়েছে। তবে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ছিল বন্দুক চালানো শেখা। প্রথম দিন বন্দুক চালানোর শব্দে আমার রক্ত হিম হয়ে যায়। আমি বিক্রান্ত (মাসেই) আর আলীকে (ফজল) ফোন করি। ওরা কীভাবে অবলীলায় বন্দুক চালায়, তা শিখতে চাই। তবে শুধু বন্দুক চালানো নয়, সেই সঙ্গে পর্দায় নিজের আবেগ ও বিশ্বাসযোগ্যতা ফুটিয়ে তোলা খুব কঠিন কাজ ছিল।

আঞ্জুম শর্মা (শরদ)

‘মির্জাপুর’-কে ঘিরে আমার শুধু পেশাদার সম্পর্ক নয়, এক আবেগের সম্পর্ক। এই সিরিজের মাধ্যমে আমি বড় বড় অভিনেতার সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। ‘মির্জাপুর’-এর জন্য সবাই নিজেকে ২০০ শতাংশ উজাড় করে দিয়েছে। তাই সবার সঙ্গে এক ফ্রেমে নিজেকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য আমাকে তাঁদের মানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

আঞ্জুম শর্মা

নিজেকে আরও ভালো করার চ্যালেঞ্জ ছিল আমার সামনে। আমি নিজে ‘মির্জাপুর’ পাঁচবার দেখেছি। সব চরিত্রই আমার অত্যন্ত কাছের। তবে দিব্যেন্দুর (মুন্না) চরিত্রে প্রচুর শেডস আছে। এটিই আমার মতে এ সিরিজের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং চরিত্র।

নিজের সেরা নাচের গল্প শোনালেন মাধুরী

বয়সের হিসাবে তিন বছর আগে হাফ সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। তাতে কী? এটা তো তাঁর কাছে নিছক একটা সংখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর হাসি, চোখের তারার ভাষা, নাচের মুদ্রা আর অভিনয়ের গুণে মুগ্ধ অগণিত ভক্ত। ৭০টির বেশি ছবিতে দেখা দিয়েছেন তিনি। বলিউডের অসংখ্য আইকনিক গান জীবন্ত হয়েছে তাঁর নাচে। তিনি মাধুরী দীক্ষিত। সম্প্রতি নিজের ফেলে আসা দিন, সন্তান, সংসার আর ‘ড্যান্স উইথ মাধুরী’ শিরোনামে অনলাইনে নাচের প্রতিযোগিতা নিয়ে ফিল্ম ফেয়ারের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করেছেন ‘চিরসবুজ’ মাধুরী।লকডাউনের দিনগুলো দিব্যি কাটছে মাধুরীর। স্বামী আর দুই ছেলে নিয়ে ঘরেই আছেন। ঘরে থেকে অনলাইনে নাচ শেখাচ্ছেন। এই অবসরে মায়ের সঙ্গে সন্ধ্যায় গানের চর্চা করেন। বইও পড়ছেন। এমনকি ছেলেদের টুকটাক নাচও শেখাচ্ছেন। তাঁর দুই ছেলে রায়ান আর আরিন, দুজনই গণিত আর পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সংগীতও ভালোবাসে।বড় পর্দার আইকনিক গানগুলোর কথা মনে করিয়ে দিতেই মাধুরী বললেন, ‘সিনেমার গানে নাচা আর এমনিতে নাচ করা কিন্তু অনেক আলাদা। এমনিতে নাচার সময় আপনাকে দর্শক আর সীমানা মাথায় রাখতে হবে। সিনেমার গানের ক্ষেত্রে মুখের অভিব্যক্তি, ক্যামেরা আর প্রপস।’ স্মৃতি হাতড়ে তিনি জানালেন, ‘তাম্মা তাম্মা’’ গানে তো একটি শট ৪০ বারও নেওয়া হয়েছে।‘এক দো তিন’, ‘চোলি কে পিছে’, ‘ডোলা রে’ গানগুলোর কেবল কোরিওগ্রাফ করতেই ১২ দিন করে সময় লেগেছিল। ‘চোলি কে পিছে’ গানের শুট করার সময় সেটে এত প্রপস ছিল যে পরিচালক সুভাষ ঘাই বলেছিলেন, ‘আমি কোন দিকে তাকিয়ে কী দেখব, তা-ই তো বুঝতে পারছি না! আমি তো আমার হিরো-হিরোইনকেই দেখতে পাচ্ছি না।’ নাচটা কিন্তু বেশ ভালো হলো। দর্শকও সাদরে গ্রহণ করলেন।যেন স্মৃতির ডালি খুলে বসেন মাধুরী, ‘‘‘আনজাম’’ (১৯৯৪) ছবিতে ‘‘তেরে বিন নাহি গুজরে দিন’’ নাচের শুটিং এক টেকে নেওয়া। শাহরুখের কাজ হুইল চেয়ারে বসে আমাকে দেখা। আমি প্রথমবারেই ঠিকঠাক শট দিলাম। শাহরুখ বোধ হয় বিরক্ত হচ্ছিল, তবুও ক্যামেরার সামনে হাসিমুখ ধরে রাখতে হয়েছে। ভাবছিল, কখন শেষ হবে! সারা দিন ধরে চলেছিল ‘‘হামকো আজ কাল হ্যায় ইন্তেজার’’ গানের শুটিং। সন্ধ্যা ছয়টা থেকে পরদিন ভোর ছয়টা পর্যন্ত ‘‘মার ডালা’’ গানের শুটিং করা। তবে আমার প্রিয় ‘‘চানে কে খেত মে’’। সবাই সহজেই নাচটা পারে।’

অভিনেত্রী হওয়ার মজাটাই এখানে

‘শকুন্তলা দেবী’রূপী বিদ্যা বালানকে আরও একবার দুহাত খুলে প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছে বলিউড। ভারতের ‘হিউম্যান কম্পিউটার’ শকুন্তলা দেবীর ওপর নির্মিত ছবিটি অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পাবে ৩১ জুলাই। ইতিমধ্যে এ ছবির ট্রেলার মাত্র দুদিনে দেখা হয়েছে ২ কোটি ২২ লাখবার। অক্ষয় কুমার, তাপসী পান্নু, ভূমি পেডনেকর, ফাতিমা সানা শেখ, কৃতি খারবান্দাসহ অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ছবি নিয়ে তাঁদের উন্মাদনা প্রকাশ করেছেন। বিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা করতেও ভোলেননি তাঁরা।চরিত্রটি করতে পেরে বিদ্যা নিজেও দারুণ উচ্ছ্বসিত, ‘ব্যক্তিজীবনে আমি শকুন্তলা দেবী হওয়ার যোগ্যতা রাখি না। কিন্তু অভিনেত্রী হওয়ার মজাটাই এখানে। আমি শুরুতে তাঁকে ম্যাথ জিনিয়াস ছাড়া অন্য কিছু ভাবতাম না। কিন্তু যখন তাঁর সম্পর্কে একটু একটু করে যতই খুঁটিনাটি জানতে শুরু করি, তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে ততই চুম্বকের মতো টানতে থাকে। তিনি রাঁধতে ভালোবাসেন, চুল বাঁধতে ভালোবাসেনসেগুলোর সঙ্গে গণিতের জটিল সমীকরণের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি নায়িকাদের মতো সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পরতে আর সাজতে ভালোবাসেন। এমনকি নাচতেও বেশ লাগে তাঁর। গণিতের মতো গম্ভীর বিষয়কে ভালোবেসেও জীবনের প্রতিটি কণার প্রতি তাঁর যে সীমাহীন উৎসাহ, উত্তেজনা, তা আমাকে জীবন নিয়ে নতুন করে ভাবিয়েছে।‘নিজের অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে যে নিজের জীবনদর্শনে মিল আছে, সে কথা বলতেও ভুললেন না বিদ্যা। তিনি বলেন, ‘অনেকে বলে যে তুমি এটা পেলে ওটা পাবে না। কেন একজন নারী জীবনে সব পাবে না? কেন তার সব ইচ্ছা পূরণ হওয়ার নয়? জীবন থেকে আমার সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো একেকজন মানুষের তোমাকে নিয়ে প্রত্যাশা একেক রকম। আর সেটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত বদলেও যায়। তুমি তাই কখনোই কারও মনের মতো হতে চেয়ে কাউকে খুশি করতে পারবে না। তাই তুমি নিজের ইচ্ছেমতো বাঁচো। আমি সেটাই করেছি।’

তিন বছর পর জবাব দিলেন তিনি

তাঁর ঝুলিতে আছে ৯টি গ্র্যামি, ১৩টি আমেরিকান মিউজিক অ্যাওয়ার্ড, ১২টি বিলবোর্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড। গিনেস বিশ্ব রেকর্ড বইয়ে নাম উঠিয়েছেন ছয়বার। তিনি একাধারে সংগীতশিল্পী, গীতিকার, অভিনয়শিল্পী ও ব্যবসায়ী। তিনি রিয়ানা। ফোর্বস সাময়িকী জানিয়েছে, ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৮ সালে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে অর্থ উপার্জনকারী তারকাদের ভেতর সেরা দশে ছিলেন। অন্যদিকে টাইম সাময়িকী হিসাব কষে দেখেছে, ২০১২ আর ২০১৮ সালে তিনি বিশ্বের সেরা প্রভাবশালী তারকাদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। তিনি বিশ্বের সবচেয়ে সম্পদশালী গায়িকা। ২০১৯ সালে ফোর্বস গুনে বের করেছে, রিয়ানার যা সম্পদ, তাঁর মূল্য ৫ হাজার ১০০ কোটির কম নয়। অসংখ্য বেস্টসেলিং, মাল্টি প্লাটিনাম এই গায়িকা সম্প্রতি খবর হয়ে এসেছেন তাঁর ফ্যাশন ব্রান্ডের নতুন পণ্য নিয়ে।২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে রিয়ানার মেকআপের ব্যবসা শুরুর পর তাঁর এক ভক্ত ২০১৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এক টুইটে লিখেছিলেন, ‘রিয়ানার ব্র্যান্ড যদি ছেলেদের জন্য ফেসওয়াশ আর ক্রিম নিয়ে আসে, তাহলে আমি আমার নাম বদলে রাখব রবিন।’ রিয়ানা যত্ন করে সেই টুইট সেভ করে রেখেছিলেন। এত দিন পর টুইটটি শেয়ার করে মজা করে তার জবাবও দিয়েছেন, ‘কেউ যদি তোমাকে বলে থাকে যে ত্বকের যত্ন কেবল নারীদের ব্যাপার, সে মিথ্যা কথা বলেছে। আমি তোমাকে বলছি, ত্বকের যত্নের কোনো লিঙ্গ নেই। বুঝেছ রবিন।’রিয়ানার কসমেটিকস ব্র্যান্ডের নাম ফেন্টি বিউটি আর ফ্যাশন হাউসের নাম ফেন্টি। এখান থেকেই মহামারির দিনে লকডাউনে ত্বকের সুরক্ষার জন্য নতুন কিছু পণ্য আসছে। তিনি জানিয়েছেন, এসব ফেসওয়াশ আর ক্রিম কেবল নারীদের জন্য নয়; নারী—পুরুষনির্বিশেষে ভক্তরা তাঁদের ত্বকের যত্নে ৩১ জুলাই থেকে এসব পণ্য ব্যবহার করতে পারবেন। এ ছাড়া জামা, কাপড়, ব্যাগ, মেকআপএগুলো আগে থেকে আছেই। রিয়ানার এই বিউটি ব্র্যান্ড বিশ্বের দামি ব্র্যান্ডগুলোর ভেতর জায়গা করে নিতে সময় লাগেনি।

‘জংলি হাওয়া’য় ইরফানের চিঠি

‘কিছুদিন হলো আমার মস্তিষ্কে হাই গ্রেড নিউরোএন্ডোক্রাইন ক্যানসার ধরা পড়েছে। এই খটমটে শব্দটি আমার অভিধানে একেবারে নতুন, অচেনা। আমার সুস্থ হওয়ার ব্যাপারটি বড়ই অনিশ্চিত। চিকিৎসা নিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার খেলা চলছে। অথচ কিছুদিন আগেও আমি মেতেছিলাম অন্য এক খেলায়। অসম্ভব দ্রুতগামী একটা ট্রেনে চড়ে আমার তাবৎ স্বপ্নকে মুহূর্তের ভেতর হাতের মুঠোয় পুরে ফেলার খেলায়। আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রতিযোগিতায় আমি ভীষণ মত্ত ছিলাম। আমার মোহ কাটল যখন ট্রেনের টিকিট চেকার আমার ডান কাঁধে টোকা দিয়ে বলল, এই যে তৈরি হয়ে নিন, পরের স্টেশনেই আপনাকে নামতে হবে।’প্রয়াত বলিউড তারকা ইরফান খানের একটি চিঠির অংশবিশেষ এটি। ঢাকার সংস্কৃতি অঙ্গনের তিন স্বপ্নবান তরুণের প্ল্যাটফর্ম ‘জংলি হাওয়া’ এ চিঠি মানুষের সামনে এনেছে ভিন্ন আঙ্গিকে। ইউটিউবে জংলি হাওয়ার চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে ১১ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র, নাম ‘ইরফানের চিঠি’। ২০১৮ সালের ১৫ মার্চ ইরফান খান টুইটারে একটি পোস্ট দেন। সেখানেই নিজের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন তিনি। সেই পোস্ট অনুবাদ করে ইরফানের চিঠি লিখেছেন তিতাস মাহমুদ।জংলি হাওয়ার তিন কুশীলবের একজন সাইফুল ইসলাম জার্নাল। থিয়েটারকর্মী, পাপেটিয়ার, সংগীতশিল্পী ও নির্মাতা জার্নাল তৈরি করেছেন ইরফানের চিঠির ভিডিওটি। কী ভেবে এই কাজ? তিনি বলেন, ‘বিশ্বনেতারা অর্থের একটা বড় অংশ ব্যয় করেন মারণাস্ত্র তৈরি ও কেনাবেচায়, মঙ্গল গ্রহে বসতি স্থাপনের গবেষণায়। অথচ কী করলে ক্যানসার সারবে, সেই খোঁজ এখন পর্যন্ত কেউ দিতে পারল না। এটা একটা বিশাল ষড়যন্ত্র। ডব্লিউএইচওর তথ্যমতে, ২০১৮ সালে ৯৬ লাখ মানুষ কেবল ক্যানসারে মারা গেছে। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি ছয়টি মৃত্যুর একটি হয় ক্যানসারে। স্বাস্থ্য খাত নিয়ে অনেক আগেই আমাদের নতুন করে ভাবা উচিত ছিল। এখন একে ঢেলে সাজাতে হবে। শিল্পী হিসেবে এসব আমাদের ভাবায়। সেখান থেকেই ‘‘ইরফানের চিঠি’’ করা।’এই প্রয়াসে যুক্ত থিয়েটারকর্মী, অভিনয়শিল্পী ও আবৃত্তিকার হীরা চৌধুরী ইরফানের চিঠি আবৃত্তি করেছেন। ইরফানের চিঠির ভাবনা প্রথম আসে থিয়েটারকর্মী ও গানের শিক্ষক শরিফুল ইসলামের মাথায়। এ নিয়েই লকডাউনে জংলি হাওয়া প্ল্যাটফর্মটির জন্ম।জংলি হাওয়ার লোগো ডিজাইন ও অ্যানিমেশন ও ডিজিটাল সাপোর্টের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে, আজমাইন আজাদ, রায়হান আহমেদ রাফি ও ফেরদৌস ইতিকে। ইরফানের চিঠি উৎসর্গ করা হয়েছে ইরফান খান, হুমায়ূন আহমেদ, এড্রু কিশোরসহ সেই সব শিল্পীকে, যাঁরা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

বামপন্থী ওবিসি মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয় মঙ্গলবার আগরতলায়। ছবি- নিজস্ব।

জঙ্গলরাজ, দুই যুবরাজকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বিহারের জনগণ : প্রধানমন্ত্রী

আরারিয়া, ৩ নভেম্বর (হি.স.): বিহারকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর বিহারের জনগণ। তাই জঙ্গলরাজ, দুই যুবরাজকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বিহারের জনগণ। মঙ্গলবার বিহারের আরারিয়া জেলার ফরবেশগঞ্জের নির্বাচনী জনসভা এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জনগণকে বেশি দিন বোকা বানানো যায় না। সুযোগ পেলেই জনগণ কংগ্রেসকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছে। এদিন বিহারের আরারিয়া জেলার ফরবেশগঞ্জে নির্বাচনী জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আজ বিহারে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আমি জানতে পেরেছি, প্রথম দফার তুলনায় দ্বিতীয় দফার ভোটে সকাল ১০টা পর্যন্ত অনেক বেশি ভোট পড়েছে।'' করোনা-পরিস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন আয়োজন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, অভিনন্দন জানিয়েছেন বিহারের জনগণকেও। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ''শুধুমাত্র দেশ নয়, গোটা বিশ্বে বিহারের জনগণ একটি বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। করোনা-সঙ্কটের মধ্যে, গোটা বিশ্বে যখন আতঙ্ক বিরাজমান, তখন বিহারের জনগণ নিজেদের বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছেন এবং ব্যাপকহারে ভোট দিচ্ছেন। এটাই তো গণতন্ত্রের শক্তি এবং গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল বিহারের প্রতি জনগণ। '' নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানিয়ে মোদী বলেছেন, অতিরিক্ত প্রস্তুতি ও সতর্কতার সঙ্গে এই কঠিন সময়ে নির্বাচন আয়োজন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনেক অনেক অভিনন্দন।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, ''গত দশকে, বিহারের প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এখন ২০২১-২০৩০ সাল, বিহারের আরও অনেক আকাঙ্খা পূরণ করার সময়। এই নতুন দশকে বিহারকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর বিহারের পবিত্র ভূমি। জঙ্গলরাজ, দু''জন যুবরাজকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বিহারের জনগণ।'' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ''মিথ্যে বলে কংগ্রেস দেশের জনগণকে কত স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

নির্বাচনের আগে বলে দারিদ্রতা দূর করব, কৃষকদের ঋণ মুকুব করব, কর কমিয়ে দেব। কথা অনেক বলেছেন, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে, এর মধ্যে কিছুই তাঁরা করেননি। জনগণকে বেশি দিন বোকা বানানো যায় না। জনগণ কংগ্রেসের কী হাল করেছে দেখুন, লোকসভা এবং রাজ্যসভা মিলিয়েও তাঁদের ১০০ জনও সাংসদ নেই...সুযোগ পেলেই জনগণ তাঁদের শিক্ষা দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গরিবদের কষ্ট যাঁরা বুঝবে, তাঁরাই গরিবদের জন্য কাজ করবে।...মোদী কেন নির্বাচনে জয়লাভ করে, তাই অনেকেরই দুশ্চিতা, আসলে মা-বোনেদের চিন্তা দূর করার কাজ করে মোদী, তাই নির্বাচনে জয়লাভ করে। মা-বোনেরা সর্বদা মোদীকে আশীর্বাদ দিতে থাকেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে ভারত, ভিয়েনা হামলার নিন্দায় সরব গোটা বিশ্ব

ভিয়েনা, ৩ নভেম্বর (হি.স.): অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করল সমগ্র বিশ্ব। ভিয়েনার শহরের বিভিন্ন স্থানে বন্দুকবাজদের হামলার নিন্দা করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে ভারত, ফ্রান্স থেকে ব্রিটেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুয়েতেরেস জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের মুখপাত্র এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছেন, ভিয়েনা হামলার ঘটনায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন মহাসচিব। তিনি গোটা বিষয়টির ওপর নজর রাখছেন। এই হামলার তীব্র নিন্দা করে করে অস্ট্রিয়া প্রশাসন ও সেই দেশের মানুষের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা পোষণ করেছেন।

ভিয়েনা হামলার নিন্দা করেছে ভারত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে জানিয়েছেন, ভিয়েনায় সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করছি। এই দুঃসময়ে অস্ট্রিয়ার পাশে রয়েছে ভারত। সেই দেশের মানুষদের প্রতি আমার সমবেদনা। নিন্দা করেছে ফ্রান্সও। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রঁ টুইটারে লিখেছেন, অস্ট্রিয়াবাসীর এই শোক ও বিহ্বলতা আমরা বুঝতে পারছি। ফ্রান্সের পর আরেক বান্ধব রাষ্ট্রের ওপর হামলা হল। এটা আমাদের ইউরোপ। শত্রুদের জানা উচিত, ওরা কাদের চ্যালেঞ্জ করছে। আমরা ছাড়ব না।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মিশেল এই হামলাকে কাপুরুষোচিত বলে উল্লেখ করে বলেন, ইউরোপ এই ন্যক্কারজনক ঘটনার কঠোর নিন্দা করছে। হামলায় নিহত ও ভিয়েনাবাসীকে আমার সমবেদনা। আমরা অস্ট্রিয়ার পাশে আছি। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেন, ভিয়েনার এই ভয়াবহ হামলায় আমি শোকাহত। টুইটারে তিনি লেখেন, অস্ট্রিয়াবাসীর পাশে রয়েছে ব্রিটেন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ। উল্লেখ্য, ফ্রান্সের পর এ বার অস্ট্রিয়া। সন্ত্রাসের নিশানায় সে দেশের রাজধানী শহর ভিয়েনা। সোমবার রাতে ভিয়েনা শহরের একাধিক জায়গায় হামলা চালিয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজেরা। গুলিতে নিহত হয়েছেন অন্তত ৩ জন। আহতের সংখ্যা বহু। পুলিশের পাল্টা গুলিতে খতম হয়েছে এক হামলাকারীও। শহরে মধ্যবর্তী অংশে ইহুদিদের একটি উপাসনালয় (সিনাগগ) সামনে রাত ৮টা নাগাদ প্রথম হামলা হয়। স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে প্রায় ৫০ রাউন্ড গুলি ছোড়ে হামলাকারীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ কমান্ডো বাহিনী। এরই মধ্যে অন্য কয়েকটি অঞ্চল থেকেও হামলার খবর মেলে।

তুরস্কে ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ১০০, আহত কমপক্ষে ৯৯৪ জন

ইস্তানবুল, ৩ নভেম্বর (হি.স.): তুরস্কে শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত। মঙ্গলবার পর্যন্ত ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০০। এছাড়াও ৯৯৪ জন আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ১৪৭ জন সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন, তাঁদের খোঁজে ইজমির প্রদেশের পাঁচটি বহুতলে খোঁজ চালাচ্ছেন উদ্ধারকারী দলের কর্মীরা। ভূমিকম্পের তীব্রতায় বিল্ডিং ভেঙে পড়ার ৯১ ঘন্টা পর মঙ্গলবারই জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ৪ বছর বয়সী একটি শিশুকন্যাকে। আয়দা গেজগিন নামে ওই শিশুকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করার পর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গত শুক্রবার ৭.০ তীব্রতার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল তুরস্কের পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূল। ভূকম্পন অনুভূত হয় এজিয়ান সাগরে। তুরস্কের এজিয়ান উপকূল এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় মারমারা অঞ্চলে তীব্র ভূকম্পন টের পাওয়া যায়। ভূকম্পন অনুভত হয় গ্রিসেও। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তুরস্ক। ভূমিকম্পে তুরস্কে ভেঙে পড়ে বহু বহুতল। শুক্রবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত উদ্ধারকাজ চলছে। মঙ্গলবার তুরস্কের উদ্ধারকারী দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০০। এছাড়াও ৯৯৪ জন আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ১৪৭ জন সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ।

কিঙ্কর-হত্যার প্রতিবাদে মঙ্গলবারও এলাকায় বিজেপি-র বিক্ষোভ

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : বিজেপির মণ্ডল সহ সভাপতি কিঙ্কর মাঝিকে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে
মঙ্গলবারও এলাকায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

অষ্টমীর রাতে বাগনানের চন্দনাপাড়ায়, বাড়ির সামনেই করে দুষ্কৃতীরা। গত বুধবার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনায় অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মী পরিতোষ মাঝির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার বাগনান স্টেশন রোডে বিক্ষোভ সমাবে অংশ নেন বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু, সাংসদ অর্জুন সিং, দলের দুই রাজ্য সহ সভাপতি ভারতী ঘোষ ও মাহফুজা খাতুন প্রমুখ।বিজেপি'র অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণে একের পর এক খুন করা হচ্ছে। অভিযোগের আঙুল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে।

এর আগে, কিঙ্কর-হত্যার প্রতিবাদে বুধবারই জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। গত বৃহস্পতিবার বিজেপির বাগনান বনধের ডাক দেয় বিজেপি। সেদিন ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপির যুবমোর্চার ৬ কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শুক্রবার সকলকেই ১০ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় হাওড়া আদালত। বিজেপি কিঙ্করকে দলীয় কর্মী হিসেবে দাবি করে জানায়, শাসকদলের লোকজন রাজনৈতিক কারণে কিঙ্করকে খুন করেছে। পুলিশের দাবি, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে খুন হয়েছেন কিঙ্কর মাঝি।

কলকাতা মেডিকেলে রোগীকে স্টেচার হুইলচেয়ার না দেওয়ার অভিযোগ

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি স): করোনা আবহে একাধিকবার কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠেছে রোগী হয়রানি থেকে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ। ফের আরও একবার কাঠগড়ায় কলকাতা মেডিকেল কলেজ। মঙ্গলবার কলকাতা মেডিকেলের বিরুদ্ধে উঠল বৃদ্ধ রোগীর হয়রানির অভিযোগ।

এবার গুরুতর আহত এক বৃদ্ধের হয়রানি অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগরের বাসিন্দা ৬০ বছরের ওই মঙ্গলবার ব্যারাকপুরে বাইকে করে যাওয়ার সময় তার দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আঘাত লাগে ওই বৃদ্ধের ডান পায়ে। তার ডান পায়ের হাড় সরে যায়। ওই অবস্থায় ওই বৃদ্ধকে নিয়ে আসা হয় কলকাতা মেডিকেলে কলেজে। জরুরিভাবে বৃদ্ধকে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়। প্লাস্টার করার পর চিকিৎসকরা তাকে দেখে বলেন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে তার অস্ত্রোপচার করা হবে। কিন্তু তার আগে তার করোনা পরীক্ষা করতে হবে নইলে হাসপাতালে ভর্তি নেওয়া হবে না। জরুরী বিভাগ থেকে করোনা পরীক্ষা করাতে তাকে প্রায় ২০০ মিটার যেতে হবে।

ভিয়েনায় সন্ত্রাসী হামলায় আইএস যোগ! মৃত্যু ৩ জনের, হামলাকারী খতম

ভিয়েনা, ৩ নভেম্বর (হি.স.): অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারালেন ৩ জন। সোমবার রাতে সেন্ট্রাল ভিয়েনার বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী হামলায় জখম হয়েছেন কমপক্ষে ১৫ জন। পুলিশের গুলিতে খতম হয়েছে একজন হামলাকারী, তবে আরও একজন হামলাকারী পালিয়ে গিয়েছে। ওই সন্ত্রাসীর খোঁজে মঙ্গলবার ভিয়েনাজুড়ে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। অস্ট্রিয়ার মন্ত্রী জানিয়েছেন, নিহত হামলাকারীর সঙ্গে ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এর যোগ রয়েছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবার রাতে ভিয়েনা পুলিশ জানিয়েছে, অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ভিয়েনা শহরের ৬টি জায়গায় হামলা চালায় জঙ্গিরা। অস্ট্রিয়ায় পুনরায় করোনাভাইরাস লকডাউন লাগু হওয়ার আগে, সোমবার রাতে বার ও রেস্তোরাঁয় সময় কাটাতে গিয়েছিলেন মানুষজন। লকডাউন লাগু হওয়ার কয়েকঘন্টা আগেই হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা।

ভিয়েনা পুলিশ জানিয়েছে, বন্দুকবাজদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে একজন পথচারীর, জখম হন ১৫ জন। পরে আরও দু''জনের মৃত্যু হয়। ভিয়েনার মেয়র মাইকেল লুডউইগ জানিয়েছেন, জখম ১৫ জনের মধ্যে ৭ জনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। সোমবার রাত আটটা নাগাদ শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে প্রথম গুলির শব্দ শোনা যায়। মঙ্গলবার সকালে অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী কার্ল নেহাম্মের জানিয়েছেন, একজন হামলাকারীর খোঁজ চলছে। অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ভিয়েনা শহরের ৬টি জায়গায় হামলা চালায় জঙ্গিরা। এই সন্ত্রাসী হামলাকে ''কাপুরুষোচিত'' আখ্যা দিয়েছে সমগ্র বিশ্ব।

বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় ভিডিওগ্রাফির সঙ্গে দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : মদন ঘড়ুইয়ের মরদেহ দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের পর বৃহস্পতিবারের মধ্যে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। আদালতের তরফে বলা হয়েছে, ৩ জন চিকিৎসকের উপস্থিতিতে হবে ময়নাতদন্ত। গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করতে হবে। ময়নাতদন্তের টেবিলে উপস্থিত থাকতে পারবেন পরিবার মনোনীত ২ জন। ১০ নভেম্বরের মধ্যে দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা দিতে হবে রাজ্যকে। তারপরই হবে পরবর্তী শুনানি। ডিভিশন বেঞ্চেই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

প্রসঙ্গত, নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে আগস্ট মাসে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে মদন ঘড়ুইকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিজেপির দাবি, ১৩ অক্টোবর তার মৃত্যু হয় পুলিস হেফাজতেই। অন্যদিকে, পুলিশের বক্তব্য, জেল হেফাজতে ছিলেন মদন ঘড়ুই। এই ঘটনায় ময়দানে নামে বিজেপি। ২০ দিন ধরে ওই মরদেহ আরজিকর হাসপাতালে পড়ে আছে। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হওয়া মদন ঘড়ুইয়ের মৃতদেহ না পাওয়ায় প্রতিবাদে ২৮ অক্টোবর গান্ধী মূর্তির পাদদেশে তার পরিবারের উপস্থিতিতে বিজেপি সমর্থকরা অবস্থান বিক্ষোভ দেখায়।

বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় সম্প্রতি বলেন, গত ১৫ দিনে রাজ্যে দশ বিজেপি কার্যকর্তা খুন হয়েছেন। পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু হয়েছে দুজনের। পূর্ব মেদিনীপুরে মদন ঘড়ুই নামে এক বিজেপি কর্মীর দেহ আজও পাওয়া গেল না। এমন সরকার আগে কখনও দেখা যায়নি। এরা আদালতের কথাও শোনে না।

২০২০ সালের অধ্যাপক কমরুল হক স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন তৈমুররাজা

পাথারকান্দি (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : বরাক উপত্যকার অন্যতম সামাজিক সংস্থা 'প্রগ্রেসিভ রুরাল অ্যান্ড এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন' (প্রেডফা) ২০১৫ সাল থেকে পাথারকান্দি কলেজ এবং বিএড কলেজ সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত অধ্যাপক কমরুল হকের নামে স্মৃতি পুরস্কার দিয়ে আসছে। শিক্ষার প্রচার ও প্রসার তথা সমাজ গঠনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য প্রতিবছর এক একজন ব্যক্তিত্বকে প্রেডফা জাতীয় শিক্ষা দিবসের দিন পুরস্কৃত করে থাকে। ২০২০ সালে সংগঠনের মর্যাদাসম্পন্ন এই পুরস্কারের জন্য বরাক উপত্যকার অনন্য ব্যক্তিত্ব বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি তথা দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক তৈমুররাজা চৌধুরীকে মনোনীত করা হয়েছে। আগামী ১১ নভেম্বর করিমগঞ্জ জেলার বারইগ্রাম আইডল অ্যাকাডেমিতে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তৈমুররাজার হাতে মর্যাদাসম্পন্ন এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে বলে এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন আয়োজক সংস্থা প্রেড ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এটিএম জাকারিয়া ক্বাসিমী।

উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত যাঁদের এই পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে তাঁরা যতাক্রমে ২০১৫ সালে উত্তরপূর্ব ভারতের দ্বিতীয় আমীরে শরীয়ত সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রয়াত আল্লামা তৈয়ীবুর রহমান বড়ভুইয়াঁ, ২০১৬ সালে বদরপুর নবীনচন্দ্র কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড় শিবতপন বসু, ২০১৭ সালে বিশিষ্ট সমাজকর্মী গীতা দাস, ২০১৮ সালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মাসিক আলহিলাল পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা আবু নসর আব্দুর রৌফ, ২০১৯ সালে অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক তথা জনপ্রিয় ডাক্তার ইমান আলি আহমেদকে কামরুল হক স্মৃতি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

উত্তর প্রদেশে বেলাইন মালগাড়ির ছ''টি বগি, হতাহতের খবর নেই

বরেলি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কাশগঞ্জ জেলায় ইজাতনগর ডিভিশনে কানপুর-কাশগঞ্জ রুটে পাটিয়ালী-গঞ্জদুনদ্বারার মাঝে লাইনচ্যুত হয়ে গেল মালগাড়ির ছ''টি বগি। মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ কানপুর-কাশগঞ্জ রুটে লাইনচ্যুত হয়ে যায় মালগাড়ির ছ''টি বগি। যদিও, এই রেল দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। শুধুমাত্র ভাগলপুর-গান্ধীধাম ট্রেন ঘুরিয়ে গন্তব্যে পাঠানো হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিক রাজেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, কানপুর থেকে মথুরা অভিমুখে যাচ্ছিল মালগাড়িটি। ভোর চারটে নাগাদ মালগাড়ির ছ''টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ওই মালগাড়িটি খালি ছিল। এই রেল দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

লকগেট মেরামতের কাজ শুরু হয়নি, জলাভাবে বন্ধ মেজিয়ার আরও একটি ইউনিট

বাঁকুড়া, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : চার দিন পেরিয়ে গেলেও দুর্গা পুর ব্যারেজের লকগেট মেরামতের কাজ শুরুই হল না। এদিকে বাঁকুড়া জেলার একাংশে জল সংকট ব্যাপক আকার নিতে শুরু করেছে।অপরদিকে জলাভাবে মেজিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আরও একটি ইউনিট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

দুর্গাপুর ব্যারেজের লকগেট ভেঙে যে বিপর্যয় শুরু হয়েছে ঘটনার ৪ দিন পরও মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত অবস্থা সেই তিমিরেই। বারবার বালির বাঁধ দিয়েও জলস্রোত আটকাতে পারছেনা সেচ দফতর। লকগেট সংস্কারের সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের আধিকারিক ও প্রযুক্তিবিদরা। লকগেট মেরামত না হওয়ায় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ'' বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায়।এর ফলে মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ৮ নম্বর ইউনিটের পর আরও একটি ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ৭ নম্বর ইউনিটটিও বন্ধ হয়ে গেল মঙ্গলবার দুপুরের পর।

মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্প সূত্রে জানানো হয়েছে, যেহেতু ৫০০ মেগাওয়াটের ইউনিট গুলিতে জলের খরচ বেশি তাই এই ইউনিট দুটিকেই প্রথম ধাপে বসানো হল। মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় ডিভিসির সদর দপ্তরে কলকাতায় একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। তারপরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন প্রকল্পের ডিজিএম প্রবীর চাঁদ। এর সঙ্গেই এই প্রকল্প থেকে ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি শুরু হয়ে গেল। পাশাপাশি দামোদরের জল বন্ধ রাখতে ডিভিসি তাদের পাঞ্চেত ও মাইথনের ১৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন জল বিদ্যুৎ প্রকল্প দুটি শনিবার থেকেই বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে ডিভিসি দেশের চাহিদা অনুযায়ী যেখানে দৈনিক সাড়ে ৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের যোগান দেয় সেখানে মেজিয়া ও মাইথন, পাঞ্চেত থেকে প্রায় ১৫০ মেগাওয়াট এর ঘাটতি শুরু হয়ে গেল। এর সঙ্গে জল খরচ কমাতে মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাকি ইউনিট গুলিতেও বিদ্যুৎ উৎপাদন কম করা হচ্ছে। মেজিয়ায় দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৩৪০ মেগাওয়াট হলেও গড় উৎপাদন হয় ২ হাজার মেগাওয়াট। মঙ্গলবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮১৬ মেগাওয়াটে। এই ঘাটতির ফলে ডিভিসি সারা ভ্যালিতে এদিন ৩৭৫০ মেগাওয়াটের বেশি উৎপাদন করতে পারেনি। বুধবারও লকগেট মেরামতির কোনো সবুজ সংকেত না পেলে ডিভিসিকে আরো ইউনিট বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি ডিভিসির অন্ডাল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পেরও ১০০০ মেগাওয়াটের যে দুটি ইউনিট রয়েছে সেগুলিও ব্যারেজের জলের উপরই নির্ভরশীল। সেখানেও তাদের ইউনিট বন্ধ করার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।এর ফলে দেশজুড়ে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই লকগেট ভাঙার কারণে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ডিভিসি। সংস্থার সিটু নেতা সমীর বাইন এবং আইএনটিইউসি নেতা অরিন্দম ব্যানার্জি রাজা সরকারের গাফিলতির কারণেই লকগেট ভেঙেছে বলে দাবি তুলেছেন। আর তার ফলে কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে ডিভিসির।

সমীর বাইন বলেন, ২০১৭ সালে ১ নম্বর গেট ভেঙেছিল। এবার ভাঙল ৩১ নম্বর লকগেট। এর পিছনে কি ষড়যন্ত্র রয়েছে তারও তদন্ত দাবি করেছেন সমীর বাইন, অরিন্দম ব্যানার্জিরা। তাদের প্রশ্ন বারে বারে ব্যারেজের দু''পাশের লকগেটই বা কেন ভাঙছে। এর পিছনে কাদের ষড়যন্ত্র রয়েছে তাও খতিয়ে দেখা হোক। এদিকে ব্যারেজ থেকে বাঁকুড়া জেলায় যে ১৪ টি ব্লকে পানীয় জল সরবরাহ হত সেই ব্লক গুলিতে জলের ট্যাঙ্কার পাঠিয়ে এবং জলের পাউচ সরবরাহ করে জল সমস্যার মোকাবিলা করা হচ্ছে। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে যেভাবে পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে বাঁকুড়া জেলায় পুকুর, নলকূপ, কুয়ো বেশি থাকায় সমস্যা ততটা ভোগ করতে হচ্ছে না জেলা প্রশাসন ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে। তবে এভাবে কদিন চললে জেলা জুড়ে জল সংকট ব্যাপক আকার নিতে পারে এমনটাই আশঙ্কা করছেন বাঁকুড়াবাসী।

কালী পুজোয় শোভা যাত্রা করা যাবে না বিসর্জনে, নির্দেশ রাজ্যের

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.): দুর্গোৎসবের মতই কালীপুজো এবং জগদ্ধাত্রী পূজোতেও মন্ডপ সজ্জা, দর্শকদের মণ্ডপে প্রবেশ একাধিক বিষয়ে যেন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় সেই বিষয়ে ইতিমধ্যেই হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন জনৈক দুই ব্যক্তি। এরপরে মঙ্গলবার নবান্নে কালীপুজোর নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ডপের সজ্জা থেকে শুরু করে বিসর্জনের শোভাযাত্রা নিয়েও আলোচনা হয় ওই বৈঠকে।

এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, পুলিশ কমিশনারসহ নবান্নের একাধিক উচ্চপদস্থ কর্তারা। এদিনের বৈঠক শেষে মুখ্য সচিব জানান, দুর্গাপুজোর মতোই কালী পূজার মন্ডপও খোলামেলা করতে হবে। প্রতিমার উপরে শুধুমাত্র আচ্ছাদন থাকবে। মন্ডপের চারিদিক খোলা রাখতে হবে।

মুখ্যসচিব আরও জানান, এবারের করণা পরিস্থিতিতে কোনমতেই কালীপুজো বিসর্জনের শোভাযাত্রা বের করা যাবে না। দুর্গাপুজোর মতোই কালীপুজোতে ও সুষ্ঠুভাবে উৎসব পালন করতে হবে। বিসর্জনের বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে তারপর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে পুজো কমিটি গুলিকে।

এরপরে তিনি দাবি করে বলেন, 'রাজ্য করোনা আক্রান্তের হার ক্রমশই কমছে একই সঙ্গে বাড়ছে সুস্থতার হার। দুর্গাপূজায় বহু মানুষ রাস্তায় বেরোনো সত্বেও করোনার সংক্রমণ কমছে। এসব ঘটনা রাজ্য সরকারকে আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে।' এই পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীকে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করার আবেদন জানান মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিমল গুরুঙ্গের বিষয়ে কথাই হয়নি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে, দাবি বিনয় তামাঙ্গের

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গের ভোট নিয়ে ক্রমেই পারদ চড়ছে। পুজোর মধ্যে হঠাৎ করেই বিমল গুরুং হাজির হন খাস কলকাতায়।এরই মাঝে মঙ্গলবার জিটিএ নেতা বিনয় তামাং এবং অনিত থাপাদের নিয়ে বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই সল্টলেকে গোর্খা ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে ''বিমল গুরুঙ্গের বিষয়ে কথাই হয়নি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে'' সাফ দাবি বিনয় তামাঙ্গের।

এই প্রসঙ্গে বিনয় তামাঙ্গ আরও বলেন, ''বিমল গুরুঙ্গ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথাই হয়নি। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়, আমরা আইনকে সম্মান করি। বিমল গুরুঙ্গ আদালত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমাদের সিলেবাসে বিমল গুরুঙ্গ, রোশন গিরি নেই। কীভাবে পাহাড় শান্ত রাখা যায়, তা নিয়ে কথা হয়েছে। আমরা চাই পাহাড় শান্ত থাকুক, পর্যটকরা আসুন। বিমল গুরুঙ্গ কে? বিমল গুরুঙ্গের সঙ্গে এক মঞ্চে নয়। বিমল গুরুঙ্গ, রোশন গিরিদের সঙ্গে মঞ্চে থাকব না। দেখছেন না পাহাড়ে রোজ কত মানুষ গুরুংয়ের বিরুদ্ধে মিছিল করছে। তাঁরা আর বিমল গুরুংকে চায় না। গত তিন বছর ধরে পাহাড় শান্ত আছে, সেই পরিস্থিতি জারি থাকুক, এটাই সবাই চান''।

প্রসঙ্গত, এদিন দুপুরে তিনটের সময় জিটিএ নেতা বিনয় তামাং এবং অনিত থাপাদের নিয়ে বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ঘন্টা খানেক এর সেই বৈঠক শেষে বিনয় তামাং জানান বৈঠকের আলোচনা সদর্থক হয়েছে। এদিনের বৈঠকে বিনয় তামাং, অনিত থাপার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

উল্লেখ্য,২০১৭ সালের পর ২০২০ পঞ্চমীর দিন প্রথমবার প্রকাশ্যে আসেন বিমল গুরুঙ্গ। পুলিশ অফিসার অমিতাভ মালিককে খুনের মামলায় অভিযুক্ত সে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মত গুরুতর মামলা রয়েছে বিমল গুরুঙ্গদের বিরুদ্ধে। এতদিন হন্যে হয়ে তাঁকে খুঁজছিল পুলিশ। তিনিই পঞ্চমীর বিকেলে হঠাৎই গাড়ি করে সল্টলেকের গোর্খা ভবনে আসেন। এরপর কলকাতাতে সাংবাদিক সম্মেলনে করেন তিনি।

প্রবল বিষ্ফোরনে কাঁপল শিল্পশহর দুর্গাপুর, হতাহত দুই, তদন্তে পুলিশ

দুর্গাপুর, ৩ নভেম্বর(হি.স.): প্রবল বিষ্ফোরনে কাঁপল শিল্পশহর দুর্গাপুর। মঙ্গলবার রাজ্যের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড (ডিপিএল) বিস্ফোরণে এক ঠিকাশ্রমিকের মৃত্যু হল। আহত হয়েছে একজন নিরাপত্তারক্ষী। ডিপিএল সুত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম ওমপ্রকাশ চৌহান (৩৪)। তিনি ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শালবাগান এলাকায় থাকেন। দুদিন পর বাঁকুড়ায় দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহআসছেন। আর তার আগে এধরনের বিষ্ফোরনে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে। এনআইএ তদন্তের দাবী জানিয়েছে বিএমএস ও ইনটাক।

ঘটনায় জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বেলা ১১ টা নাগাদ ওই দু''জন অস্থায়ীকর্মী ও নিরাপত্তারক্ষী ডিপিএল-এর ৭ নম্বর কনস্ট্রাকশন গেটের কাছে স্ক্র্যাপ পয়েন্টে জঙ্গল পরিস্কারের কাজ করছিল। ওই সময় হঠাৎই প্রবল বিস্ফোরণের শব্দে ওই এলাকা কেঁপে ওঠে। বিকট শব্দে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় আশপাশের কর্মীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিরাপত্তারক্ষীর নজরের পড়ে ওই এলাকায় ওমপ্রকাশবাবুর রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে রয়েছে। অপর একজন বাম রুইদাস রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল, ওই এলাকার নিরাপত্তারক্ষীর অফিসের কাঁচের জানালা ভেঙে পড়ে। জখম এক নিরাপত্তারক্ষীর শরীর থেকে হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে ৫০ ফুট দূরে ছিটকে পড়ে। তাঁর শরীর বিস্ফোরণ স্থল থেকে প্রায় ২০ ফুট দূরত্বে পড়ে। ঘটনাস্থলের একটি আমগাছের ওপরে রক্ত ও জামাপ্যান্ট গিয়ে পড়ে। এলাকার বেশকয়েকটি গাছের পাতা ঝলসে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর

কোকওভেন থানার পুলিশ ও বম্বস্কোয়াড। পৌঁছায় ডিপিএলের আধিকারিকরা। পৌঁছায় স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়াল। ঘটনাস্থলে কিছু নমুনা সংগ্রহ করে বম্বস্কোয়াড। এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডিপিএল কারখানা ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। উল্লেখ্য, দুদিন পর বাঁকড়ায় দলীয় কর্মসূচীতে যোগ দিতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র অমিত শাহ তার আগে পার্শবর্তী দুর্গাপুর এধরনের বিষ্ফোরনে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সরকারের

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে চলতি অর্থবর্ষে প্রায় ৫৩ শতাংশ বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দফতর কাজ করছে। লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রালয় রাজ্যকে যেভাবে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তা আগামীদিনেও পাওয়া যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ত্রিপুরার যে-সব জায়গায় জলে আয়রণের আধিক্য রয়েছে সেই অঞ্চলগুলিতে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানীয়জল সরবরাহের জন্য বিশেষ নজর দিতে বলেছেন।

আটক

● প্রথম পাতার পর

চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। পরপর চুরির ঘটনায় এলাকার জনগণ রীতিমত আতঙ্কগ্রস্থ। থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি উঠেছে।

প্রতিশ্রুতি

● প্রথম পাতার পর

ব্যক্তিগত উপার্জন বন্ধের মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমের সম্মান ফিরিয়ে আনা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, আজকের ফরিয়াদ পত্রিকার সম্মাদক শানিত দেবরায়, বরিষ্ঠ সাংবাদিক শেখর দত্ত সহ প্যানেলের প্রতিদন্দ্বি প্রার্থীরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পশ্চিমবঙ্গে একদিনে আক্রান্ত ৩৯৮১, কমল দৈনিক মৃত্যু

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি.স.): রাজ্যে নিম্নমুখী হচ্ছে করোনা আক্রান্তের সূচক। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন রাজ্যে দুর্গাপূজায় বহু মানুষ রাস্তায় বেরোনো সত্বেও সংক্রমণ কমছে, স্বাভাবিকভাবেই সাহস যোগাচ্ছে রাজ্য প্রশাসনকে। এই পরিস্থিতিতে তিনি রাজ্যবাসীকে সরকারকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এদিকে রাজ্যে গত ২৪ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯৮১ জন। এদিকে রাজ্যে ফের একবার রেকর্ড সংখ্যক মানুষ সুস্থ হয়েছেন মঙ্গলবার। গত ২৪ঘন্টায় করোনামুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪০৫৮জন। এদিন স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৮৮.৭৩শতাংশ। অন্যদিকে, রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৬জনের। এদিকে ফের বেড়েছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.২২শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। এদিন স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬হাজার ৪৪৩জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩লাখ ৮৫ হাজার ৫৮৯ জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৩ লাখ ৪২হাজার ১৩৩জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৭০১৩ জনের।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৭৭জন। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩হাজার ৯৪১টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৮১জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৭৪ হাজার ৬৯৩জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে শহরে ১২জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ২২৪৭ জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৭০০১জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৬২জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৮৭২জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৪হাজার ১৭৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪৬লাখ ৮৮হাজার ২৯৫টি। এখন রাজ্যে ৯৪টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে পিসি বনাম ভাইপোর লড়াই হচ্ছে, তোপ অর্জুন সিংয়ের

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : নিজেদের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে পিসি বনাম ভাইপোর লড়াই হচ্ছে। মঙ্গলবার এই ভাষাতে মমতা-অভিষেককে খোঁচা দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং।

গত ১০ অক্টোবর চুঁচুড়ায় বিষ্ণু মাল নামে এক যুবককে খুন করে দেহ টুকরো করে ছড়িয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বিশাল দাস ঘটনার পর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আত্মগোপন করে ছিল। মঙ্গলবার স্থানীয়রা তাদের ধরে ফেলে। পালানোর জন্য গুলি চালায় বিশাল ও তার শাগরেদরা। তাতে ৩ জন তৃণমূল কর্মী আহত হয়। অভিযোগ, বিশাভ অর্জুন সিংয়ের সঙ্গী।

এই ব্যাপারে অর্জুনবাবু বলেন, "ওখানে আমাদের সংগঠন নেই যে ওদের গুলি করব। এটা তৃণমূলের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে মারামারি। কে কত ভাগ পাবে তা নিয়ে পিসি — ভাইপোর মধ্যে অশান্তি চলছে। পিসিকে শাহজাহানের মতো আটকে রেখেছে ভাইপো ঔরঙ্গজেব।" এদিকে, বিশাল দাসের গ্রেফতারির নিয়ে চরমে পৌঁছল রাজনৈতিক তরজা। বিশালকে পালিয়ে বেড়াতে সাহায্য করার অভিযোগে একে অপরের দিকে তির ছুড়ল বিজেপি ও তৃণমূল। অন্যদিকে, তার গ্রেফতারি নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার যুব তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লা বলেন, 'তৃণমূল প্রভাবিত এলাকায় দুষ্কৃতীদের লুকিয়ে রাখার পিছনে কোনও চক্রান্ত রয়েছে। এর মধ্যে নিশ্চই কোনও বিজেপি নেতা যুক্ত। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি। ধৃত বিশাল একজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী।'

সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত নিমতলা শ্মশানে কলকাতা পুলিশের আউটপোস্ট

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী। চোখে দেখা না গেলেও এই ভাইরাস কতটা ভয়ঙ্কর তা এতদিনে বুঝে গেছে সকলে। তবে, জনসাধারণকে সচেতন করতে ক্রমাগত সচেতনতার বার্তা দিয়ে চলেছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু করোনা ছার দিচ্ছে না পুলিশদেরও। অন্যদিকে, হাসপাতাল থেকে শ্মশান সর্বত্রই কড়া পাহারা পুলিশের। আর তাই মঙ্গলবার সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত নিমতলা শ্মশানে কলকাতা পুলিশের আউটপোস্ট।

ক্রমাগত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। অনেকেই করোনা আতঙ্কে গৃহবন্দি হয়ে রয়েছে। তবে, এই কঠিন সময়ে করোনাকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে না গিয়ে শহরবাসীর সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। কখনও মাস্ক বিলি তো কখন ও খাদ্য বিলি আবার কখনো করোনা সচেতনতায় মাইকে প্রচার শহরবাসী সেবায় সবসময় রত থেকেছেন কলকাতা পুলিশ। ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। কিন্তু তবুও থেমে যায়নি তাদের কাজ। হাসপাতাল, রাস্তাঘাটে পাশাপাশি শহরের নানান শ্মশান গুলোতেও নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। আর তাই সংক্রমনের হাত থেকে বাঁচতে এদিন জীবাণুমুক্ত করা হল নিমতলা শ্মশানে কলকাতা পুলিশের আউটপোস্ট।

মৃতদেহ উদ্ধার

তিনের পাতার পর

ভারসাম্যহীন ছিলেন, জানান ওসি ভোলারাম তেরন। এখন পর্যন্ত মৃতদেহের পরিচয় না পাওয়ায় করিমগঞ্জ হাসপাতালের মর্গে ৭২ ঘণ্টার জন্য রাখা হয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে গোটা বৃহত্তর সুপ্রাকান্দি এলাকায়।

ফের মৃদু ভূমিকম্প

তিনের পাতার পর

শিলং থেকে ৭৫ কিলোমিটার পশ্চিমে এবং গুয়াহাটি থেকে প্রায় ৮১ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

অন্যদিকে সোমবার রাত ১০:৩৯:৪৬ সেকেন্ডে ৩.৬ ম্যাগনিটিউডের ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে মিজোরামের লুংলেই জেলায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির রিপোর্ট, মিজোরামে সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল লুংলেই জেলার ১০ কিলোমিটার গভীরে ২২.৯২ অক্ষাংশ এবং ৯৩.০১ দ্রাঘিমাংশে।

প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রতিককালে ঘন ঘন ভূকম্প হচ্ছে। মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, অসম, ত্রিপুরা এবং মিজোরামে গত ডিসেম্বর মাস থেকে ৫১ বার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির রিপোর্ট অনুযায়ী, মণিপুরে গত ১১ মে, ২৫ মে, ২৮ জুন, ৭ আগস্ট, ১১ অগাস্ট এবং ৩১ আগস্ট ভূমিকম্প হয়েছে। তেমনি অরুণাচল প্রদেশে গত ৭ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল, ১৭ মে, ৩০ জুলাই, ১২ আগস্ট, ২৪ আগস্ট এবং সর্বশেষ গত ১ অক্টোবর ভূমিকম্প হয়েছে। এছাড়া, মিজোরাম এবং অসমেও বেশ কয়েকবার ভূমিকম্প হয়েছে অতি সম্প্রতি।

আগরতলার

● প্রথম পাতার পর

অবশ্য দমকল বাহিনীর কাছেও খবর পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিল।

দমকল কর্মী জানিয়েছেন, আগুন নিভে গেছে। কোনও ক্ষতি হয়নি। শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, এদিন বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রাধানগর এলাকা রক্ষা পেয়েছে। কারণ, পেট্রোল পাম্পে আগুন ছড়িয়ে পড়লে পুরো এলাকা ছারখার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

জরিমানা

● প্রথম পাতার পর

কথায়, ক্রেতাদের অভিযোগের ভিত্তিতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আজ পেঁয়াজ বিক্রেতাকেও ক্রেতার অভিযোগের কারণেই ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ক্রেতাদের তাই সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

পৃথক স্থানে

● প্রথম পাতার পর

পিতা মনোরঞ্জন নাথ বাড়ির পাশে একটি গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। পরিবার সূত্রে জানা যায় গতকাল রাত আনুমানিক নয়টার দিকে দেবাশীষ ঘর থেকে বাইরে যায়। পরিবারের লোকজন ভাবেন হয়ত বাড়ির আশপাশ কোথাও ঘুরতে গিয়েছে।কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পর পরিবারের লোকজন এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করে দেখতে পান বাড়ির পাশে একটি গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে দেবাশীষ।খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানাকে। কদমতলা থানার এস আই অপু দাস ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসেন।দেবাশীষের পরিবার তরফ থেকে আরো জানা যায়,দেবাশীষ কদমতলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিলো। দীর্ঘদিন থেকে রাত জেগে মোবাইলে ফ্রি ফায়ার গেইম খেলত। আর এই গেম খেলা শুরু করার পর থেকে পরিবারের লোকজনদের সাথে ভালোভাবে কথা বার্তা টুকু বলতো না দেবাশীষ। সুতরাং পরিবারের প্রাথমিক ধারণা মোবাইলে রাত জেগে গেম খেলার কারণেই হয়তো দেবাশীষ ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। এদিকে কদমতলা থানার পুলিশ পৃথক পৃথক দু''টি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়েছে। পাশাপাশি আজ দুটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর তাদের পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে।তবে কদমতলা থানা এলাকায় একই রাতে পৃথক পৃথক দু''টি আত্নহত্যায় সুখের ছায়া নেমে এসেছে।

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নিজের জন্মদাত্রী মা বাবাকে মার- ধোর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে নিজের গলায় ফাঁস লাগালো বছর (৩০) -এর এক যুবক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং এলাকার বাসিন্দা মদন দাসের ছেলে শংকর দাস (৩০) নিত্যদিনের মতো নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে এসে নিজের জন্মদাত্রী মা বাবা কে মারধর করে শংকর। শংকর মারধোর করে পিতা মদন দাস এবং মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তখন বাড়িতে কেউ আর ছিলনা। বাড়ির নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শংকর নিজের গলায় ফাঁস লাগায়। তখন বাড়িতে আর কেউ ছিলনা। কথায় বলে কু- সন্তান হলেও কু- মাতা কখনোই হয় না। তাই মাকে মারলেও ছেলে বাড়িতে একা কি করছে তা দেখার জন্য পার্শবর্তী বাড়ির এক যুবককে শঙ্করের ঘরে পাঠায়। তখন পার্শবর্তী বাড়ির ঐ যুবক গিয়ে প্রত্যক্ষ করে শংকর তার নিজ ঘরে ঝুলছে। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সে চিৎকার চেচামেচি শুরু করে। তার চিৎকার চেঁচামেচিতে পার্শবর্তী বাড়ির লোকজন সহ এলাকাবাসীরা একত্রে জড়ো হয়। খবর যায় তেলিয়ামুড়া থানায়। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বুধবার।

চেইন

● প্রথম পাতার পর

সময় অশান্তির জেরেই এই ঘটনা ঘটে।

এদিন ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন রাজ্যপাল ফাগু চৌহান। পাটনার দিঘায় একটি সরকারি স্কুলে ভোট দেওয়ার পর রাজ্যপাল ফাগু চৌহান জানিয়েছেন, ব্যাপকহারে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য জনগণকে অনুরোধ করছি। পাটনার রাজেন্দ্র নগরের সেন্ট জোসেফ হাই স্কুলের ৪৯ নম্বর বুথে ভোট দিয়েছেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী। সকাল সকাল ভোট দিয়েছেন লোক জনশক্তি পার্টির সভাপতি চিরাগ পাসোয়ান। বিহারের খাগারিয়ার একটি বুথে ভোট দিয়েছেন তিনি।

নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগের পর বিরোধী জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব বলেন, নীতীশ সরকারের উপর বিহারের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, আইনশৃঙ্খলার কথা মাথায় রেখে বিহারের মানুষ ভোট দেবে। এদিন ভোটগ্রহণ শুরুর আগে তেজস্বী দাবি করেন, "বিহারে এ বার পরিবর্তনের সুনামি হতে চলেছে।"

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় দফার ভোট মিটিলে, বিহারে তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে আগামী ৭ নভেম্বর। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ নভেম্বর। তৃতীয় দফায়-৭ নভেম্বর ১৫টি জেলার ৭৮টি বিধানসভা আসনে হবে ভোটগ্রহণ।

১০৩২৩

● প্রথম পাতার পর

তাদেরকে ইএমআই মিটিয়ে দিতে হতো। কিন্তু চাকরীচ্যুত হওয়ার পর বকেয়া ঋণের কিস্তি দেওয়া তাদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব।

বিগত সাত মাস ধরে তারা কোনো বেতন পাচ্ছেন না। ফলে তাদের পরিবার প্রতিপালন করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এরইমধ্যে বকেয়া ঋণের কিস্তির টাকা মিটিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।অথচ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বিষয়টি বিবেচনা না করেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের কাছে কিস্তির টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য নোটিশ পাঠাচ্ছে। তাতে জটিল সমস্যায় পড়েছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। হতাশাগ্রস্ত হয়ে তারা নানা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছেন।এমনকি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে।

শুধু তাই নয় ঋণের দায়ে আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নিয়েছে।উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চাকুরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানানো হয়।ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের এই দাবির প্রতি সহানুভূতি দেখানো তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।পাশাপাশি তারা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর আসাস অনুযায়ী দ্রুত তাদের জন্য বিকল্প চাকুরর ব্যবস্থা করার জন্য। অবিলম্বে তাদের চাকরি প্রদান করা না হলে তারা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রওয়ানা দিয়েছে। ভারত থেকে বাংলাদেশে পাথর বোঝাই করে নিয়ে যাবে ওই ভেসেল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৮ নভেম্বর করিমগঞ্জ থেকে নদীপথে বাংলাদেশে পণ্য রফতানির সূচনা করবেন। ইতিপূর্বে, সড়কপথে পাথর রফতানি হয়েছে বাংলাদেশে। নদীপথেও বাণিজ্যের দ্বার খুলে যাওয়ায় ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্মৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ওই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকার জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ছাড়াও ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। কারণ, অসমে নদীপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ায় সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল উপকৃত হবে। ইতিপূর্বে ত্রিপুরায় নদীপথে বাংলাদেশ থেকে পণ্য এসেছে।

ডিওয়াইএফআই এর প্রতিষ্ঠা দিবস রাজ্যজুড়ে পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এর ৪১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানটি হয় রাজধানী আগরতলা শহরের সিটি সেন্টারের সামনে।এখানে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদান এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়।

ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি সম্পাদকসহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব আগরতলা অঞ্চল অফিসে ডিওয়াইএফআইয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস মঙ্গলবার যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। রাজধানীর ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবন এবং ডিওয়াইএফআইয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে।রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকে ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হওয়ার খবর মিলেছে। এদিকে গত পরশু ছাত্রজীবনে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হয়। শিবিরে ৩০ জন যুবক যুবতী স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক বলেন সংগঠন শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম নিয়েই কাজ করে না, সামাজিক দায়িত্ব পালনে সংগঠনের প্রতিটি কর্মী দায়িত্বশীল।আগামী দিনেও নানা সামাজিক কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ রয়েছে বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন।

আহত ১৩

● প্রথম পাতার পর

শিশুটি চিকিৎসাধীন রয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে তিন বছরের শিশুটি বাড়ি থেকে বের হতেই দ্রুতগামী একটি বাইক এসে তাকে ধাক্কা দেয়। বাইকের ধাক্কা ছিটকে পড়ে তিন বছরের শিশু গুরুতর ভাবে আহত হয়। বাইক চালকও সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। পরিবারের লোকজন এবং স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। আহত শিশুটিকে স্থানীয় লোক সংখ্যা হাসপাতালে নিয়ে যান।শিশুটি হঠাৎ বাড়ী থেকে রাস্তায় এসে ওঠার ফলেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে, আগরতলা সীমনা সড়কের ঈশান পুর কালিকাতলা এলাকায় মঙ্গলবার সকালে একটি যাত্রীবাহী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। জানাজায় গাড়িটি যাত্রী নিয়ে আগরতলার উদ্দেশ্যে আসছিল। দ্রুতবেগে আসার সময় ঈশান পুর কালী গাছতলা এলাকায় এসে পৌঁছলে গাড়ি চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তখন ঐ যাত্রীবাহী গাড়িতে রাস্তায় উল্টে যায়। তাকে অবশ্য যাত্রীদের তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। চারজন যাতে অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন।দুর্ঘটনার সাথে সাথে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ভিতরে আটকে পড়া যাত্রীদের স্থানীয় লোকজন টা কোথায় করেন।স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন গাড়ির চালক অত্যাধিক গতিতে গাড়ি চালানোর ফলেই নয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি এবং ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তবে ভাগ্যিস প্রাণহানির কোনো ঘটনা ঘটেনি।পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

তাছাড়া, সাতসকালে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক বৃদ্ধ। বয়স ৬৮ তার নাম মন্টু দাস। বাড়ি কমলাসাগরের পাণ্ডবপুর এলাকায়। পরবর্তী সময়ে আহত মন্টু দাস কে সেকেরকোট বাজারের ব্যবসায়ীরা জড়ো হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় হাপানিয়া হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় উত্তম ভক্ত চৌমুহনী এলাকা থেকে এক যুবক গৃহশিক্ষকের কাজ সেরে যতীশ পাল একটি স্কুটি করে যার নম্বর টিআর -০১এএম ৬৯৪৯ চৌমুহনী বাজারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। সেকেরকোট বাজারে আসতেই রাস্তা পার হওয়ার সময় সজোরে ধাক্কা দেয় মন্টু দাসকে। পরবর্তী সময়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। জানা যায় তার একটি পা পুরোপুরি ভেঙ্গে যায় যদিও অল্পবিস্তর আহত হয়েছে স্কুটি চালক। তা নিয়ে ওই এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

অন্যদিকে, সাব্রুম থেকে মনুঘাট যাববার পথে টিআর০৩-এ-২৬৮৬ নম্বরের একটি অটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় কচুবাড়ি এলাকায়। তাতে অটোর ছয়জন যাত্রী আহত হয়।আহতরা হলেন জীতেন্দ্র ত্রিপুরা, অখিরানী ত্রিপুরা, প্রিথিকা ত্রিপুরা, বিদ্যুৎ দেবনাথ, পম্পি দেবনাথ এবং বিশ্বজিৎ দেবনাথ। পুলিশ দুর্ঘটনার একটি মামলা নিয়েছে।

ধর্মনগরে

● প্রথম পাতার পর

পরিত্যক্ত ডুবার পাশে দীর্ঘক্ষণ জঙ্গল ও পরিষ্কার করতে দেখা যায় দিনমজুর নবকান্ত কে বলে স্থানীয় সুত্রে যানা গেছে।কিন্তু তারপর থেকেই সে নিখোঁজ হয়ে যায়।৪দিন পর আজ দুপুর নাগাদ একটি পরিত্যক্ত ডুবা থেকে তার মৃত দেহ উদ্ধার হয়। যানা জায় স্থানীয়রা আজ এই দিনমজুরের মৃত দেহ দেখতে পেয়ে বাগবাসা ফারির পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছায় এবং মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে যটনার তদন্তে নেমেছে।

ভোটদান

আটের পাতার পর

স্ক্রিনিং করা হয়। সকাল সকাল ভোট দেন গোয়ালিয়রের দাদরা উপ-নির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী ইমারতি দেবী। তিনি ২১৯ নম্বর বুথে ভোট দিয়েছেন।

গুজরাট : গুজরাটের আটটি বিধানসভা আসনের জন্য চলছে উপ-নির্বাচন। এদিন সকালে লিম্বডি আসনের বিজেপি প্রার্থী কিরিতসিনহ রাণা ভোট দিয়েছেন সুরেন্দ্রনগরের একটি পোলিং বুথে।

কর্ণাটক : কর্নাটকে দু''টি আসনে চলছে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। আর আর নগর বিধানসভা উপ-নির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী কুসুম এইচ বেঙ্গালুরুর জেএসপিইউ কলেজের পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন।

৯১.৯৬ শতাংশ

আটের পাতার পর

সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্ত ১২৩,০৯৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪৯০ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭,৬০,৩১,২১ জন (৯১.৯৬ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫,৪১,৪০৫ জন করোনা-রোগী (৬.৫৫ শতাংশ)।

ব্যাপক ক্ষতি

আটের পাতার পর

হাত পুড়ছে নিত্যদিন। অপরদিকে দফা ক্রমে অকাল বর্ষণে শীতকালীন সবজি চাষিরা ক্ষতির মুখে। বিশেষ করে শীতকালীন সবজির মধ্যে মুলো, ফুলকপি, ধনিয়া পাতা, সিম সহ রকমারি সবজির সর্বনাশ হয়ে গেছে। তেলিয়ামুড়া বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা শীতকালীন সবজি নিয়ে বাজারমুখী হতে পারছে না, কারণ অকাল বর্ষণের কারণে শীতকালীন সবজির ক্ষতি হওয়ার ফলে। কৃষিজ সামগ্রি নিয়ে বাজারে আসা এক কৃষক বলেন,.. শ্বষ্ঠ. ১..(১:৩৮)

শুখা মরসুমের শুরুতে অকাল বর্ষণের জেরে তিন তিন বার করে শীতকালীন সবজির বীজ রুপন করেও ফসলের মুখ দেখতে পারছে না কৃষকরা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখীন। যার কারনে বাজারে শীতকালীন সবজির অকাল থাকলেও ফুলকপি, সিম, মুলো, চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে।

শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী

আটের পাতার পর

তিনি। সঙ্গীত কলানিধি, পদ্মভূষণ এবং পদ্ম বিভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি।

বরেণ্য বেহালাবাদক টি এন কৃষ্ণণের প্রয়াণে গভীর শোকাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'বিশিষ্ট বেহালাবাদক টি এন কৃষ্ণণের প্রয়াণে সঙ্গীত জগতে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হল। তিনি তরুণ সংগীতজ্ঞদের অত্যন্ত ভালো মেন্টর ছিলেন। তাঁর পরিবার, অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা। ওম শান্তি।'

ক্রীড়াঙ্গন

‘ডালগ্লিশের হাত থেকে ট্রফি নেওয়া হবে বিশেষ কিছু’

তিন দশকের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে লিভারপুলের লিগ শিরোপা নিশ্চিত হয়েছে আগেই। কিন্তু ট্রফি হাতে নেওয়া হয়নি। এবার শেষ হচ্ছে সেই অপেক্ষাও। আর এই ট্রফিটি কিংবদন্তি কেনি ডালগ্লিশের হাত থেকে নিতে পারবেন বলে দারুণ উচ্ছ্বসিত লিভারপুল অধিনায়ক জর্ডান হেন্ডারসন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত সোয়া ১টায় চেলসির মুখোমুখি হবে লিভারপুল। ম্যাচ শেষে বিশেষ এক অনুষ্ঠানে ইয়ুর্গেন ক্লপের দলকে দেওয়া হবে চলতি মৌসুমের লিগ ট্রফি।লিভারপুল এর আগে সবশেষ লিগ জিতেছিল ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে, তখনকার কোচ ডালগ্লিশের হাত ধরে। বিবিসিকে হেন্ডারসন জানান, ডালগ্লিশের কাছ থেকে ট্রফি গ্রহণ তাদের জন্য হবে ‘বিশেষ কিছু।’‘‘তিনি এই ফুটবল ক্লাবের একজন কিংবদন্তি, অনেক বড় মাপের মানুষ, যাকে আমরা সবাই ভালোবাসি।’’২০১১ সালে সান্ডারল্যান্ড থেকে লিভারপুলে যোগ দেন হেন্ডারসন, ডালগ্লিশ তখন দ্বিতীয় মেয়াদে ক্লাবটির কোচের দায়িত্বে ছিলেন। চলতি মৌসুমে দলটির লিগ শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা ছিল হেন্ডারসনের। এ মাসের শুরুতে চোট নিয়ে শেষ চার ম্যাচ থেকে ছিটকে যাওয়ার আগে এই ইংলিশ মিডফিল্ডার লিগে খেলেন ৩০ ম্যাচ। গোল করেন চারটি।গত বছর তিনি লিভারপুলের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, উয়েফা সুপার কাপ ও ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জয়ের পর এবার জিতলেন লিগ শিরোপা। বিভিন্ন সময়ে তাকে সমালোচনাও শুনতে হয়েছে অনেক। হেন্ডারসন জানালেন, সেই সব সমালোচনা তাকে জোগায় বাড়তি অনুপ্রেরণা।‘‘অতীতে, বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে, একজন ফুটবলার হিসেবে সমালোচনা শুনতেই হবে। আমি মনে করি, আমি এটিকে ঠিকভাবে ব্যবহার করা শিখেছি- বাড়তি অনুপ্রেরণা ও শক্তি হিসেবে, যা আমার ক্যারিয়ারে সাহায্য করেছে।’’সাত ম্যাচ বাকি থাকতে লিভারপুলের শিরোপা নিশ্চিত হওয়ার পর করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্বের নিয়ম উপেক্ষা করে হাজারো সমর্থক অ্যানফিল্ডের বাইরে উদযাপন করেছিল। ট্রফি উঁচিয়ে ধরার দিনে সমর্থকদের ঘরে থাকার আহ্বান জানান লিভারপুল অধিনায়ক।

সেরা প্রতিপক্ষ জিদান-মেসি, সতীর্থ সুয়ারেস: জেরার্ড

প্রায় দুই দশকের লম্বা ক্যারিয়ারে অনেক তারকা ফুটবলারদের পেয়েছেন সতীর্থ ও প্রতিপক্ষ হিসেবে। তাদের মধ্য থেকে প্রিয় সতীর্থ হিসেবে বর্তমানে বার্সেলোনায় খেলা লুইস সুয়ারেসকে বেছে নিয়েছেন স্টিভেন জেরার্ড। আর কঠিনতম প্রতিপক্ষ হিসেবে সাবেক ইংল্যান্ড ও লিভারপুল অধিনায়ক বেছে নিলেন দুইজনকে-ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে জিনেদিন জিদান, পরে লিওনেল মেসি।১৯ বছেরেরও বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে ৮৫০টির বেশি ম্যাচ খেলা জেরার্ড ২০১৬ সালে যান অবসরে। ক্লাব ক্যারিয়ারের প্রায় পুরোটাই কাটিয়েছেন লিভারপুলে। দলটির হয়ে জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, এফএ কাপ ও লিগ কাপ। অধরা রয়ে যায় লিগ শিরোপা।সেই শূন্যতা এখনও কাঁদায় ৪০ বছর বয়সী এই ক্লাব কিংবদন্তিকে। ৩০ বছরের অপেক্ষা শেষে এবার লিভারপুলের প্রিমিয়ার লিগ জয়ের ব্যাপারটি তাই জেরার্ডকে দিচ্ছে মিশ্র অনুভূতি।

সম্প্রতি বিবিসির সঙ্গে ক্যারিয়ারের এমন অনেক বিষয় নিয়ে কথা বললেন জেরার্ড। সেখানেই তার কাছে জানতে চাওয়া হয় প্রিয় সতীর্থের ব্যাপারে। সাবেক লিভারপুল অধিনায়ক বেছে নেন উরুগুয়ের তারকা স্ট্রাইকার সুয়ারেসকে। ‘‘লিভারপুলের লুইস সুয়ারেস। আমি মনে করি না যে, আপনি এতে অবাক হবেন। একেবারে অসাধারণ এক ফুটবলার। সে স্রেফ একটা যন্ত্র।’’কঠিনতম প্রতিপক্ষ হিসেবে দুই গ্রেট ফুটবলারকে বেছে নিয়েছেন জেরার্ড।‘‘এই জায়গায় আমি দুই জনকে বেছে নিতে চাই। আমার ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে এটি ছিল জিনেদিন জিদান। সম্ভবত এটাই ছিল প্রথমবার যখন আমি ফুটবল মাঠ থেকে হতবিহ্বল হয়ে ফিরেছিলাম। কারোর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জন্মেছিল। এর কারণ তার আকার, শারীরিক সক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা, শক্তি, সামর্থ্য, দক্ষতা, তার পায়ের আকার এবং বল নিয়ে তিনি যে কারিকুরি করছিলেন।’’‘‘আরেকজন নিশ্চিতভাবেই লিওনেল মেসি। সে ব্যতিক্রমী এক ফুটবলার। আমাদের সবার থেকে সে আলাদা, ভিন্ন গ্রহের। আমার কাছে সে আধুনিক সময়ের দিয়েগো মারাদোনা।’’

স্টার্লিংয়ের জোড়া গোলে সিটির বড় জয়

প্রথমার্ধে দুই গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ম্যানচেস্টার সিটি বিরতির পর জালের দেখা পেল আরও দুবার। ওয়াটফোর্ডকে ফের গোল বন্যায় ভাসিয়ে লিগে টানা চতুর্থ জয় তুলে নিল পেপ গুয়ার্দিওলার দল।প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৪-০ গোলে জিতেছে গত আসরের চ্যাম্পিয়নরা। জোড়া গোল করেন রাহিম স্টার্লিং। অন্য দুই গোলদাতা ফিল ফোডেন ও এমেরিক লাপোর্ত।লিগে প্রথম পর্বে গত সেপ্টেম্বরে নিজেদের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে ৮-০ গোলে জিতেছিল সিটি।ওয়াটফোর্ডের বিপক্ষে ১২ গোল করে প্রিমিয়ার লিগে এক আসরে কোনো দলের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড স্পর্শ করেছে সিটি। ১৯৯৫-৯৬ মৌসুমে নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স ও ২০০৯-১০ মৌসুমে উইগান অ্যাথলেটিকের বিপক্ষে টটেনহ্যাম হটস্পার ১২ গোল পেয়েছিল। আর্সেনালের বিপক্ষে হেরে এফএ কাপের সেমি-ফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়া ম্যাচ থেকে চারটি পরিবর্তন নিয়ে খেলতে নামে সিটি।একাদশ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারতো তারা। ডি-বক্সের বাইরে থেকে রদ্রি এরনান্দেসের জোরালো শট লাফিয়ে উঠে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন ওয়াটফোর্ড গোলরক্ষক বেন ফস্টার।৩১তম মিনিটে সফরকারীদের এগিয়ে নেন স্টার্লিং। কাইল ওয়াকারের ক্রস ডি-বক্সের ভেতর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জোরালো শটে বাঁ পোস্টের ওপরের কোণা দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন এই ইংলিশ মিডফিল্ডার। গোলরক্ষক নড়ার সুযোগ পাননি।আট মিনিট পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন স্টার্লিং। তার স্পট কিক গোলরক্ষক এক হাতে ফেরানোর পর ফিরতি বল ফাঁকা জালে পাঠান তিনি। ডি-বক্সের ভেতর স্টার্লিংই ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি।বিরতির পরও আক্রমণে আধিপত্য ধরে রাখে সিটি। ৬৩তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন ফোডেন। ডি-বক্সের ভেতর থেকে স্টার্লিংয়ের শট গোলরক্ষক ফেরানোর পর বল ফাঁকা জালে পাঠান এই ইংলিশ মিডফিল্ডার।দুই মিনিট পর ব্যবধান আরও বাড়ান লাপোর্ত। কেভিন ডে ব্রুইনের ফ্রি কিক থেকে হেডে গোলটি করেন এই ফরাসি ডিফেন্ডার। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধান ধরে রেখে মাঠ ছাড়ে গুয়ার্দিওলার দল।

পিএসজিতেই থাকছেন এমবাপে

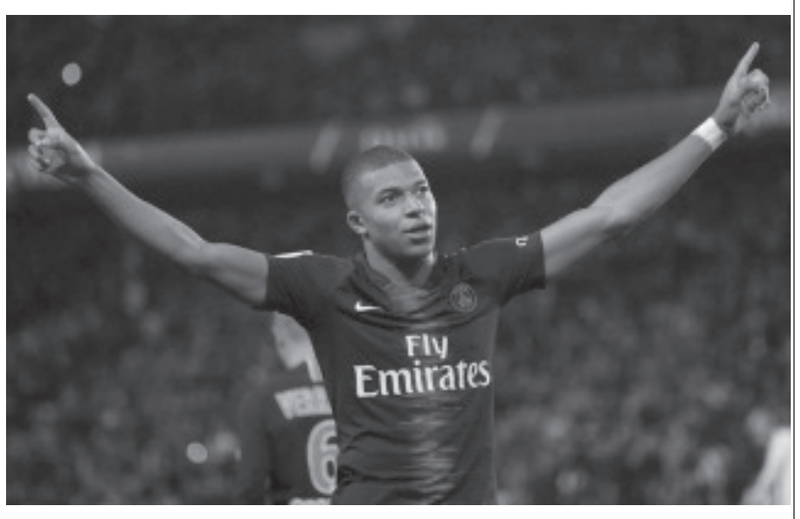

কিলিয়ান এমবাপের দলবদল নিয়ে গুঞ্জনের শেষ নেই। তবে ফরাসি এই তরুণ ফরোয়ার্ড নিজেই জানিয়ে দিলেন, ‘যা কিছুই হোক না কেন’, পরবর্তী মৌসুমে পিএসজিতেই থাকবেন তিনি।

নিজেদের মাঠে মঙ্গলবার প্রীতি ম্যাচে স্কটিশ চ্যাম্পিয়ন সেল্টিককে ৪-০ গোলে হারায় পিএসজি। ম্যাচের মাঝবিরতিতে বিন স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমবাপে নিশ্চিত করেন, বর্তমান দলে থাকছেন অন্তত আরও এক মৌসুম।‘‘আমি এখানে আছি। চার বছরের পরিকল্পনার অংশ আমি।’’‘‘ক্লাব, সমর্থক, সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাবের ৫০ বছর পূর্তির ব্যাপারটি। তাই যা কিছুই হোক না কেন, আমি এখানেই থাকব।’’২০১৭ সালে মোনাকো থেকে ১৮ কোটি ইউরো ট্রান্সফার ফিতে পিএসজিতে যোগ দেওয়া এই তারকা জানালেন, ক্লাবকে সাফল্য এনে দিতে উজার করে দেবেন নিজের সবটুকু।‘‘আমি চেষ্টা করব দলকে ট্রফি এনে দিতে, ঢেলে দেবে আমার সেরাটা।’’বিভিন্ন সময়ে ২১ বছর বয়সী এই তারকার রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। এমবাপে নিজেও বলেছেন রিয়ালের প্রতি ভালো লাগার কথা। স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের পর্যসিডেন্ট যদিও গত সপ্তাহে বলেছেন, এবারের গ্রীষ্মকালীন দলবদলে বড় বাজেটের কোনো খেলোয়াড় দলে নেবেন না তারা।প্রীতি ম্যাচটিতে এমবাপের গোলেই ম্যাচের প্রথম মিনিটে এগিয়ে যায় পিএসজি। প্রথমার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নেইমার। দ্বিতীয়ার্ধে টমাস টুখেলের দলের হয়ে ব্যবধান বাড়ান আন্দের এরারেরা ও পাবলো সারাবিয়া।বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে বাতিল হয় কেবল ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান। এপ্রিলের শেষ দিকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় নেইমার-এমবাপেদের।তবে মৌসুমে এখনও তাদের সামনে রয়েছে ফরাসি কাপ, লিগ কাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেলা। এজন্যই প্রীতি ম্যাচে তারা ঝালিয়ে নিচ্ছে নিজেদের। আগামী শুক্রবার ফরাসি কাপের ফাইনালে পিএসজির প্রতিপক্ষ সাঁত এতিয়েন। আর ৩১ জুলাই ফরাসি লিগ কাপের ফাইনালে লিওঁর বিপক্ষে খেলবে টুখেলের দল।আগামী ১২ অগাস্ট তারা খেলবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে; লিসবনে শেষ আটের ম্যাচে ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ সেরি আর দল আতালান্তা।

অ্যাস্টন ভিলার মাঠে আর্সেনালের হার

সঙ্গী ছিল সবশেষ লিগে ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলের বিপক্ষে জয়ের আত্মবিশ্বাস। ম্যানচেস্টার সিটিকে উড়িয়ে এফএ কাপের ফাইনালের ওঠার তৃপ্তিও। কিন্তু গত দুই ম্যাচের দাপুটে পারফরম্যান্সের পুনরাবৃত্তি আর্সেনাল করতে পারেনি অ্যাস্টন ভিলার মাঠে। লিগের নিচের দিকে দলটির আঙিনা থেকে হেরে ফিরেছে মিকেল আর্তেতার দল।ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মঙ্গলবার রাতে অ্যাস্টন ভিলার কাছে ১-০ গোলে হেরেছে আর্সেনাল। গত সেপ্টেম্বরে লিগের প্রথম পর্বের দেখায় এমিরেটস স্টেডিয়ামে ৩-২ গোলে জিতেছিল তারা।এই হারে ৩৭ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে নেমে গেছে আর্সেনাল। নবম জয়ের স্বাদ পাওয়া অ্যাস্টন ভিলা ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে অবনমন অঞ্চল থেকে উঠে এসেছে ১৭তম স্থানে।আগের দুই ম্যাচে লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে ২-১ এবং এফএ কাপের সেমি-ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছিল আর্সেনাল।দুই জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে নামা দলটি বলের নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে থাকলেও খুব ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। প্রথমার্ধে লক্ষ্য রাখতে পারেনি কোনো শট টানা ছয় লিগ ম্যাচে আর্সেনালের কাছে হারের তেতো অভিজ্ঞতা নিয়ে নামা অ্যাস্টন ভিলা ২৭তম মিনিটে এগিয়ে যায়। টাইরন মিঙ্গসের কর্নার থেকে ডি-বক্সে অরক্ষিত ট্রেজেগে ডান পায়ের জোরালো ভলিতে কাছের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন। দ্বিতীয়ার্ধে আর্সেনালের খেলা কিছুটা গতি পায়। তবে প্রতিপক্ষের রক্ষণে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে সুযোগ হারাতে থাকে তারা। ৫৪তম মিনিটে সতীর্থের ক্রস এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে ছোট ডি-বক্সে পেয়ে যান পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। কিন্তু ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি লিগে ২০ গোল করা এই ফরোয়ার্ড।৭৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণের সুর্বণ সুযোগ নষ্ট হয় অ্যাস্টন ভিলার। বাঁ দিক দিয়ে ডি বক্সে ঢুকে কেইনান ডেভিস গোলরক্ষককে একা পেয়েছিলেন। কিন্তু বদলি নামা এই খেলোয়াড়ের শট দূরের পোস্ট দিয়ে বেরিয়ে যায়।পরক্ষণেই ভাগ্যের ফেরে ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি আর্সেনালে। কর্নারে এডি এনকেটিয়াহর হেড পোস্টে লেগে ফেরার পর গ্লাভসবন্দী করেন পেপে রেইনা। এরপর আর তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে না পারা আর্সেনাল দশম হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে।মঙ্গলবার অন্য ম্যাচে রাহিম স্টার্লিংয়ের জোড়া গোলে ওয়াটফোর্ডের মাঠ থেকে ৪-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে ফেরা ম্যানচেস্টার সিটি ৭৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে।

ম্যাথুস বললেন শ্রীলঙ্কা কেন হেরেছিল

শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রীড়া মন্ত্রী মাহিন্দ্রা আলুতগামাগের দাবি, ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনালটি বিক্রি করে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। ভারত---শ্রীলঙ্কার সে ম্যাচটি হয়েছিল পাতানো। কিন্তু অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস বলছেন অন্য কথা।২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনাল নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রীড়া মন্ত্রী মাহিন্দ্রা আলুতগামাগে। তাঁর দাবি, সেবারের বিশ্বকাপটি ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা।

ভারতের কাছে হেরে যাওয়া ২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনালটি ছিল পাতানো!এমন অভিযোগের যথাযথ প্রমাণ দিতে বলেছিলেন সেই ম্যাচে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক কুমার সাঙ্গাকারা। আর সেই সময়ের নির্বাচক শ্রীলঙ্কার সাবেক ব্যাটসম্যান অরবিন্দ ডি সিলভা বলেছিলেন, শচীন টেন্ডুলকারের মান রক্ষার স্বার্থেই এই অভিযোগের তদন্ত করা উচিত। ২০১১ সালে ক্যারিয়ারে প্রথম বিশ্বকাপ জিতেছিলেন কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার। শ্রীলঙ্কার পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরুও করেছে।তবে ২০১১ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা কেন আর কীভাবে হেরেছে, তা নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস। ফাইনালে না খেললেও শ্রীলঙ্কার স্কোয়াডে ছিলেন তিনি। ইউটিউব চ্যাট শো ‘ক্রিকেট আনপ্লাগডে’ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার বলেছেন, ‘ওটা ছিল আমার প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এর আগে ২০০৯ ও ২০১০ সালে টি—টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছি। সেদিক থেকে ২০১১ বিশ্বকাপ আমার কাছে ছিল বিশেষ কিছু। ফাইনালে ওঠার পথে দুর্দান্ত খেলেছি আমরা। সেমিফাইনাল জয়ের পর ফাইনালে খেলার জন্য উন্মুখ ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আমি চোট পাওয়ার কারণে খেলতে পারিনি।’পেস বোলিং অলরাউন্ডার ম্যাথুস খেলতে না পারলেও সেই ম্যাচে তিনজন পেসার খেলিয়েছে শ্রীলঙ্কা। লাসিথ মালিঙ্গার সঙ্গে পেস আক্রমণে ছিলেন নুয়ান কুলাসেকারা ও পেস থিসারা পেরেরা। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ব্যাটিং করতে নামে শ্রীলঙ্কা। মাহেলা জয়াবর্ধনের সেঞ্চুরিতে (৮৮ বলে ১০৩*) ৬ উইকেট হারিয়ে ২৭৪ রান তোলে তারা। রান তাড়া করতে নেমে ১০ বল ও ৬ উইকেট হাতে রেখে শিরোপা জিতে যায় মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত।৩১ রানে ভারতের ২ উইকেট তুলে নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। কিন্তু গৌতম গম্ভীর (৯৭) ও বিরাট কোহলি (৩৫) ভালো একটি জুটি গড়ে বিপদ বাড়তে দেননি। পরে অধিনায়ক ধোনির অপরাজিত ৯১ রানের ইনিংসে ম্যাচ জেতে ভারত। শ্রীলঙ্কার ক্রীড়া মন্ত্রী যা—ই বলুন না কেন, ফাইনালে হার নিয়ে ম্যাথুসের আক্ষেপটা ভিন্ন, ‘আমরা ২০ থেকে ৩০ রান কম করেছি। আমাদেরও সুযোগ ছিল। কিন্তু গৌতম ও বিরাট ভালো ব্যাটিং করেছে। এরপর এমএস ধোনি বাকি কাজ শেষ করেছে। সব মিলিয়ে দুর্দান্ত এক ম্যাচই ছিল।’

নাম পরিবর্তন

আমি শ্রী অতুল রুদ্র পাল, পিতা হরেন্দ্র চন্দ্র রুদ্রপাল, রানিরবাজার আসাম পাড়া পোঃ রানিরবাজার জিলা- পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন নং - ৭৯৯০৩৫, শ্রী নয়ন রুদ্রপাল, পিতা হরেন্দ্র চন্দ্র রুদ্রপাল ১৯ অক্টোবর ২০২০ইং তারিখে নোটারি এফিডেফিট মূলে আমি শ্রী অর্জুন রুদ্রপাল নামে পরিচিত হইলাম।

অর্জুন রুদ্রপাল

বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের বা কোভিড কেয়ার সেন্টারের করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা ও পরিষেবা বিষয়ক যে কোনও covid19pgtripura@gmail.com এই ডেডিকেটেড ই-মেইলে অভিযোগ জানাতে পারবেন। সে অনুসারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(ডাঃ রাধা দেববর্মা)

ICA/D-788/2020-21 নোডাল অফিসার কোভিড-১৯

অধিকর্তা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকার

Tripura Tourism Development Corporation Ltd. Government of Tripura undertaking) Head Office Swetmahal, Palace Compound, Agartala-799001, Tripura (W) Contact - (0361) 231-7878 / 232-3893 / 232-5930, Fax — (0381) 230-0496, Help Line: - 0381-2300332

Website: - www.tripuratouris.gov.intripuratourism09@rediffmail.com

The Managing Director, TTDCL,m Swetmahal, Agartala, Tripura invites percentage rate RFP, from a National or International firms, Joint Ventures, Consortium, Hoteliers or Educational Institutions for selection of Firms/ Organizations for • running of State Institute of Hotel Management(SIHM) in Public Private Partnership(PPP) Model, vide tender ID No.2020_TTDC_13473_1, Dated 31-10-2020. For more details, kindly visit https://tripuratenders.gov.in or contact to this office through e-mail.

Sd/- Abhijit Chakraborty,
Deputy Managing Director.

ICA/C-1991/2020-21

WALK - IN - INTERVIEW

A walk in interview for the engagement of Guest Lecturer(s) will be held at B. B. Memorial College, Agartala on 1 ith November, 2020 at 11.00 a.m. for the subject noted below. The engagement will be purely on temporary basis at a remuneration of Rs.400/- (Rupees four hundred) only per class of 45 minutes duration duly attended during the academic year 2020-2021. Number of G.L./ Number of classes would be decided later of based on actual requirement in the respective subject(s). Subjects for which Guest Lecturer(s) would be engaged are as follows: BENGALI, ENGLISH, KOKBORAK, SANSKRIT, ENVIRONMENT STUDIES, MATHEMATICS, BUSINESS AND COMMERCIAL LAW, COMMERCE, POLITICAL SCIENCE, INFORMATION TECHNOLOGY, HISTORY, EDUCATION, PHILOSOPHY, MUSIC(TABLA), PHYSICS) AND DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES. Intending candidates possessing 55% marks in the Master Degree Level (5% relaxable for ST/SC/PH/Ph.D candidates) with preferably Honours in respective subject may attend the interview board on the aforesaid date, time and place mentioned herein with original mark sheets / certificates and an application supported by a copy of all relevant papers. Candidates must possess the qualification on the date of interview and produz.e the testimonials positively during the interview. Preference will be given to the candidates having requisite qualificatir as per UGC guidelines. No TA / DA would be given to attend the interview.

Date Time, & Venue of Interview.

11/11/2020, 11.00 a.m. Administrative Building.

ICA/D-791/2020-21

(Dr. Dilip Sarkar)
Principal Bir Bikram Memorial College Agartala,Tripura(W)

প্রকাশিত বন্ধন ব্যাংকের আর্থিক ফল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। আজ প্রকাশিত হলো চলতি অর্থবর্ষের (২০২০-২১) দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে বন্ধন ব্যাংকের আর্থিক ফলাফল। এই বছর বন্ধন ব্যাংকের মোট ব্যবসা (আমানত ও ঋণ) গত আর্থিক বছরের তুলনায় ২৫.৯০ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৪২,৭৪২.৩ কোটি টাকায়।২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে যাত্রা শুরু করেছিল বন্ধনব্যাঙ্ক। গত আগস্ট মাসে এই ব্যাংক তার পাঁচ বছর পূর্ণ করে। কেবলমাত্র এই ৫ বছরে বন্ধন ব্যাংক দেশজুড়ে তৈরি করেছে প্রায় ৪,৭০১ গুলি ব্যাঙ্কিং আউটলেট। এবং হয়ে উঠেছে দেশের প্রায় ২.০৮ কোটি মানুষ কে পরিষেবা দানকারী দেশের এক অন্যতম সার্বজনীন ব্যাঙ্ক। ইতিমধ্যে বন্ধন ব্যাংকের কর্মীসংখ্যা প্রায় ৪৫,৫৪৯। দেশের আনলক পর্বে ক্রমশই বেড়ে চলেছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বন্ধন ব্যাংকের আর্থিক বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের আমানতের বহর গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩৪.৪ শতাংশ হারে বেড়েছে। বর্তমানে এই আমানতের পরিমান প্রায় ৬৬.১২৭.৭ কোটি টাকা। গত অর্থ বর্ষের তুলনায় কাসা(কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্টে) ৫৬.২ শতাংশ হারে বেড়ে হয়েছে প্রায় ২৫, ২৭৯ কোটি টাকা।মোট আমানতের মধ্যে এখন কাসা অনুপাত ৩৮.২ শতাংশ।

গ্রাহকদের গত অর্থ বর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে যে পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছিল তার তুলনায় চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয়ত্রৈমাসিকে ঋণের খাতায় যথাক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯.৪ শতাংশ।

মোট ঋণের বহর এসে দাঁড়িয়েছে ৭৬,৬১৪.৬ কোটি টাকায়। বন্ধনব্যাঙ্কের সিএআর বর্তমানে ২৭.৪ শতাংশ, যা ব্যাংকের দৃঢ়তা কে চিহ্নিত করে। ব্যাঙ্কের নিট মুনাফার পরিমাণ ৯২০ কোটি টাকা যা ৩০ জুন ২০২০ তে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৬৭.৩ শতাংশ বেশী।

এই প্রসঙ্গে বন্ধন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও চন্দ্র শেখর ঘোষ বলেন, "চলতি আর্থিক বছরের প্রথম তিনমাস দেশে একেবারেই লকডাউন ছিল।দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে দেশের অনেকাংশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরুহয়ে গিয়েছে।এই কঠিন সময়ের মধ্যেও আমাদের গ্রাহকরা যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন এবং বন্ধনের উপর যেভাবে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছেন, তার ফলেই আমাদের বৃদ্ধি হয়েছে। গ্রাহকদের আরও ভালো পরিষেবা দিতে ব্যাঙ্ক ও আমাদের কর্মীরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।এবং তার মাধ্যমে সমাজ ও অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে বদ্ধপরিকর।"

৯২-এ প্রয়াত বেহালাবাদক টি এন কৃষ্ণণ, শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী

চেন্নাই ও নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): প্রয়াত হলেন খ্যাতনামা বেহালাবাদক টি এন কৃষ্ণণ। সোমবার সন্ধ্যায় তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। গত মাসেই নিজের জন্মদিন উদযাপন করেছিলেন পদ্ম পুরস্কারজয়ী টি এন কৃষ্ণণ। তিনি ভালোই ছিলেন। সোমবার সন্ধ্যায় হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯২৮ সালে কেরলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন টি এন কৃষ্ণণ। ১৯৪২ সালের পর থেকেই পাকাপাকিভাবে চেন্নাইয়ে বসবাস শুরু করেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভিয়েনায় সন্ত্রাসী হামলায় মৃত্যু দু'জনের, আতঙ্ক অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে

ভিয়েনা, ৩ নভেম্বর (হি.স.): অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারালেন দু'জন। সেন্ট্রাল ভিয়েনার বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী হামলায় জখম হয়েছেন কমপক্ষে ১৫ জন। পুলিশের গুলিতে খতম হয়েছে একজন হামলাকারী, তবে আরও একজন হামলাকারী পালিয়ে গিয়েছে। ওই সন্ত্রাসীর খোঁজে মঙ্গলবার ভিয়েনাজুড়ে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবার রাতে ভিয়েনা পুলিশ জানিয়েছে, অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ভিয়েনা শহরের ৬টি জায়গায় হামলা চালায় জঙ্গিরা। অস্ট্রিয়ায় পুনরায় করোনাভাইরাস লকডাউন লাগু হওয়ার আগে, সোমবার রাতে বার ও রেস্তোরাঁয় সময় কাটাতে গিয়েছিলেন মানুষজন। লকডাউন লাগু হওয়ার কয়েকঘন্টা আগেই হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা।

ভিয়েনা পুলিশ জানিয়েছে, বন্দুকবাজদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে একজন পথচারীর, জখম হন ১৬ জন। তাঁদের মধ্যে একজনের পরে মৃত্যু হয়।

ভিয়েনার মেয়র মাইকেল লুডউইগ জানিয়েছেন, জখম ১৫ জনের মধ্যে ৭ জনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। সোমবার রাত আটটা নাগাদ শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে প্রথম গুলির শব্দ শোনা যায়। মঙ্গলবার সকালে অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী কার্ল নেহাম্মের জানিয়েছেন, একজন হামলাকারীর খোঁজ চলছে। অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ভিয়েনা শহরের ৬টি জায়গায় হামলা চালায় জঙ্গিরা। এই সন্ত্রাসী হামলাকে "কাপুরুষোচিত" আখ্যা দিয়েছে সমগ্র বিশ্ব।

চাষীদের আগ্রহ কমছে পাট চাষে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ নভেম্বর।। কয়েক দশকের বাম শাসন ব্যবস্থায় পাট চাষীদের জন্য তেমন কোনো সুযোগ সুবিধা সহ তাদের উন্নতিকল্পে কোন উৎসাহ প্রদান করেনি তৎকালীন সরকার, যার ফল স্বরুপ পাট চাষিরা পাট চাষ থেকে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এবং পাট চাষিরা ফসল উৎপাদনের দিকে ঝুঁকছেন। যার ফল স্বরুপ পাট চাষ দিনের-পর-দিন হ্রাস পাচ্ছে।তাছাড়া পাট উৎপাদিত হলেও সরকারি দপ্তরের একাংশ কর্মচারীদের অকর্মণ্যতায় পাট পচে নষ্ট হচ্ছে সরকারি গুদাম ঘরে।

জোট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের তেলিয়ামুড়া শাখায় গিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল লক্ষ্য লক্ষ্য টাকার পাট পচে নষ্ট হচ্ছে সরকারি অর্থ সরকারি গুদামে নষ্ট হচ্ছে অথচ সেই দিকে নজর নেই প্রশাসনের কর্মকর্তা বাবুদের।

তাছাড়া জোট কর্পোরেশনঅফ ইন্ডিয়ান লিমিটেডের তেলিয়ামুড়া শাখার এক কর্মচারী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান-ত্রিপুরা রাজ্যের মোট দুটি জায়গায় রয়েছে এই পাট গুদাম।

ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উৎপাদিত পাট গুলোকে বাজারজাত করার জন্য ছিল জোট মিল। ত্রিপুরা রাজ্যের জোট মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাট চাষিরা উৎপাদিত পাটের সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। আর বহির আচ্ছে পাট রপ্তানি করা হলেও সে ক্ষেত্রে আয়ের চেয়ে ব্যায় বেশি।

তাছাড়া আরও এক কর্মচারী জানান-গতবছরের ঝরে এই গুদামের চালা উড়িয়ে নিয়ে যায়। ফলে প্রায় চার থেকে পাঁচ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের পাট গুদামেই নষ্ট হয়।

এমনিতে প্রতিকেজি পাট ৪৫ থেকে ৫০ টাকা দরে চাষীদের কাছ থেকে ক্রয় করে। বর্তমানে এই দামে সঠিক পর্যবেক্ষণের অভাবে এবং একাংশ কর্মচারীদের অকর্মণ্যতায় সরকারি গুদামে সরকারি অর্থে কেনা পাট পচে নষ্ট হচ্ছে।

সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নজর দিক চাইছে সচেতন মহল।

করোনা-আবহে উপ-নির্বাচন, ১০টি রাজ্যে শুরু ভোটদান

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): ভারতের ১০টি রাজ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে উপ-নির্বাচন। মঙ্গলবার সকাল থেকে ভারতের ১০টি রাজ্যের ৫৪টি বিধানসভা আসনের জন্য উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। এই ১০টি রাজ্য হল-মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা, নাগাল্যান্ড, কর্ণাটক, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা এবং হরিয়ানা। মধ্যপ্রদেশের ২৮টি বিধানসভা আসনের জন্য চলছে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ, গুজরাটে আটটি, উত্তর প্রদেশে সাতটি, ওড়িশা, নাগাল্যান্ড, কর্ণাটক এবং ঝাড়খণ্ডে দু'টি করে এবং ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা এবং হরিয়ানায় একটি করে আসনে চলছে ভোটগ্রহণ।

মধ্যপ্রদেশ : মধ্যপ্রদেশে সবথেকে বেশি আসনে চলছে ভোটগ্রহণ। করোনা-মহামারি পরিস্থিতিতে এই ভোটদানের মধ্যেই ভোটারদের থার্মাল

ছয়ের পাতায় দেখুন

উন্নয়নের জন্য বিহারে পরিবর্তনের প্রয়োজন : রাবড়ি দেবী

পাটনা, ৩ নভেম্বর (হি.স.): উন্নয়নের জন্য বিহারে পরিবর্তনের প্রয়োজন। মঙ্গলবার সকালে ভোট দিতে এসে জানালেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেত্রী রাবড়ি দেবী। রাবড়ি দেবীর দুই ছেলে তেজপ্রতাপ ও তেজস্বী জানালেন, বিহারের পরিবর্তন চাইছেন জনগণ। মঙ্গলবার সকালে পাটনার ১৬০ নম্বর পোলিং বুথে ভোট দিতে আসেন রাবড়ি দেবী ও তাঁর দুই ছেলে। এদিন রাবড়ি দেবী বলেন, উন্নয়নের জন্য বিহারে পরিবর্তনের প্রয়োজন।

রাবড়ি দেবীর বড় ছেলে, হাসানপুর বিধানসভা আসনের আরজেডি প্রার্থী তেজপ্রতাপ যাদব বলেন, "বিহারের জনগণ পরিবর্তন চাইছেন। জনগণের কাছে অনুরোধ করছি ব্যাপকমাত্রায় ভোট দিন।" আবার তেজস্বী যাদব বলেন, "গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হওয়ার জন্য জনগণের কাছে অনুরোধ করছি। আমি আত্মবিশ্বাসী, নিজেদের ভোটের ক্ষমতায় বিহারে পরিবর্তন আনবেন জনগণ।" এদিন সকালে পাটনার দিঘায়, একটি সরকারি স্কুলে ভোট দেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডি (ইউ) নেতা নীতীশ কুমার। তিনিও জনগণের কাছে ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানান।

ভারতে ১১.১৭ কোটি করোনা-টেস্ট সুস্থতা বেড়ে ৯১.৯৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ১১.১৭ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১১,১৭,৮৯,৩৫০-এ পৌঁছে গেল। একইসঙ্গে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১০.৪৬ লক্ষের বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২ নভেম্বর (সোমবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৪৬,২৪৭টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১১, ১৭,৮৯,৩৫০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে করোনায় মৃত্যুতে কোনওভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না, মঙ্গলবার

ছয়ের পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার বীরচন্দ্র ক্লাব আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি-নিজস্ব।

সুস্থতা ক্রমশই বাড়ছে ভারতে, করোনা-সংক্রমণ ৮৩-লক্ষ ছুঁইছুঁই

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): সুস্থতা যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে করোনা-সংক্রমণ। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮৩-লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-সংক্রমণ। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮২,৬৭, ৬২৩-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৪৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮,৩১০ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,২৩, ০৯৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৫৮,৩২৩ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭৬,০৩, ১২১ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৪১ হাজার ৪০৫ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে এক ধাক্কায় কমেছে ২০,৫০৩ জন। ২ নভেম্বর (সোমবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৪৬,২৪৭টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ১০,৪৬,২৪৭টি করোনা-স্যাম্পেলের মধ্যে পজিটিভ এসেছে ৩৮,৩১০টি স্যাম্পেল, বাকিগুলি নেগেটিভ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ভারতে ১১, ১৭,৮৯,৩৫০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বেআইনী মজুত রেশরে চাল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের বটতলা বাজার এর দুটি দোকানে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু পরিমাণ রেশনের চাল উদ্ধার করা হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা ওই দোকানে হানা দেয়। হানা দিয়ে যথারীতি ওই দুটি দোকানে রেশনের চাল এর সন্ধান পান মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। অভিযুক্ত দুই দোকান মালিক হলেন প্রান্তিক সাহা এবং কাজল পাল। বড়তলা সবজি বাজার সংলগ্ন এলাকায় তাদের দোকান। প্রশাসনের কর্মকর্তারা দুটি দোকান সিল করে দিয়েছেন। দোকানের মালিকদর কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।যদিও দোকানের মালিকরা দাবি করেছেন এসব চাল তাদের বাড়িঘরে খাবারের খাবারের জন্য মজুত রাখা হয়েছে। কিন্তু মহাকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা তাদের এই বক্তব্য মানতে নারাজ।দোকানে যে পরিমাণ চাল মজুদ রয়েছে তা কোনোভাবেই বাড়িঘরে খাবার জন্য নয় বলে মনে করেন মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। উদ্ধার করা চালগুলো ন্যায্য মূল্যের দোকান এর মাধ্যমে পুনরায় ভোট তাদের মধ্যে বন্টন এর ব্যবস্থা করা হবে বলেও মহাকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।উল্লেখ্য রাজধানী আগরতলা শহর শহরতলী সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভোক্তাদের বঞ্চিত করে রেশন শপের একাংশের দিদার বাঁকা পথে চাল খোলা বাজারে বিক্রির জন্য পাচার করে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইসব চোরাকারবারীদের নাগাল পায় না প্রশাসন। এ যাত্রায় বটতলা বাজারে দুই ব্যবসায়ীর দোকানে রেশনের চাল আটক করতে সক্ষম হয়েছে মহকুমা প্রশাসক।এপ্রণের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তল্লাশি দলের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা সাধারণ মানুষদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে বলেছেন কোথাও খোলাবাজারে রেশনের চাল বিক্রি করার নজির সামনে আসলে মহাকুমা প্রশাসনের নজরে আনার জন্য।বেআইনিভাবে কেউ রেশনের চাল দোকানে বিক্রি করার চেষ্টা করলে প্রশাসনের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়।

হজরত মোহাম্মদের ব্যঙ্গচিত্র কদমতলায় বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩ নভেম্বর।। হজরত মোহাম্মদের ব্যঙ্গচিত্র কান্ডের জের,ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্তরের ৫৪ কদমতলা কূর্তী বিধানসভা কেন্দ্রের কূর্তী মধ্য রাজনগরে।নবী হজরত মোহাম্মদের ব্যঙ্গচিত্র অংকনের প্রতিবাদে গোটা বিশ্বের সাথে কদমতলার কূর্তী মধ্য রাজনগরে প্রতিবাদ আঁচড়ে পড়ল।বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদের ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনের বিরুদ্ধে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের সাথে আজ কূর্তী মধ্য রাজনগরের জনগণও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে সেদেশের রাষ্ট্রপতি ম্যক্রনের পুত্তলিকা পুড়িয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্থ করেন।তৎসঙ্গে স্থানীয়রা ফ্রান্সের দ্রব্য বয়কটেরও ডাক দেন।কূর্তী প্রেমতলা সড়কের উপর প্রতিবাদ মিছিল করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয় ইসলামধর্মালম্বিরা।আজকের বিক্ষোভ প্রদর্শনের মিছিলে প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার মুসলমান সম্প্রদায়ের যুবক মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।তারা নবী মোহাম্মদের ব্যাঙ্গচিত্র অঙ্কনের প্রতিবাদে ফ্রান্স সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগানে এলাকার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলেন।পরে জমায়েত মুসলিম জনগন সেদেশের জাতীয় পতাকা সহ তাদের রাষ্ট্রপতির পুত্তলিকা পুড়িয়ে কিছুটা হলেও নিজেদের পঞ্জিভূত ক্ষোভ পশমিত করেন।এতে এলাকার বিভিন্ন ইসলামিক সংঘটনের কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন জনগন উপস্থিত ছিলেন।

অকাল বর্ষণে শীতকালীন ফসলের ব্যপাক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ নভেম্বর।। অকাল বর্ষণে ফলে শীতকালীন সবজি চাষে কৃষকদের মারাত্মক ক্ষতিসাধন হল। এতে দৈনন্দিন বাজারে শীতকালীন সবজির মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকায় ক্রেতা সাধারণের নাভিশ্বাস। রাজ্যের অন্যান্য অংশের ন্যায় তেলিয়ামুড়া বাজারেও শীতকালীন সবজির অকাল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাংশ সবজি ব্যবসায়ী শীতকালীন সবজি অধিক মূল্যে বিক্রি করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে যাচ্ছে। অথচ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে মহকুমা প্রশাসন উদাসীন থাকায় ক্রেতাদের সবজি ক্রয় করতে গিয়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।